CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-229 ■ 21 May, 2026 ■ আগরতলা ২১ মে, ২০২৬ ইং ■ ৬ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

প্রতিরক্ষা, উদ্ভাবন ও সন্ত্রাসে অর্থ জোগান রুখতে জোর

ভারত-ইতালি এখন আগের চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠ ঃ মোদি-মেলোনির বার্তা

রোম, ২০ মে ।। ভারত ও ইতালির সম্পর্ক এখন "আগের চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠ" বলে মন্তব্য করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার রোমে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, প্রতিরক্ষা, উদ্ভাবন, সন্ত্রাসে অর্থ জোগান রোধ, বাণিজ্য ও কৌশলগত সহযোগিতাসহ একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশ আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ইন্ডিয়া-ইতালি জয়েন্ট স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান ২০২৫-২০২৯ আমাদের সম্পর্ককে বাস্তবভিত্তিক ও ভবিষ্যতমুখী কাঠামো দিয়েছে। এর কিছুক্ষণ আগেই ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ঘোষণা করেন যে ভারত ও ইতালি সম্পর্ককে আরও উন্নীত করে "স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ"-এ রূপ দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা উৎপাদন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, পরিষ্কার শক্তি, সাইবার নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থ জোগান রুখতে সহযোগিতা বাড়ানো হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও দুই দেশ একযোগে কাজ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ইতালি ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। এছাড়াও ইতালিতে প্রায় ২০ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের বসবাস রয়েছে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম বৃহৎ ভারতীয় প্রবাসী সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত।

যৌথ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, তিনি ও জর্জিয়া মেলোনি দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে "বিস্তৃত আলোচনা" করেছেন।

পাঁচ দেশের সফরের শেষ পর্যায়ে মঙ্গলবার রাতে রোমে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী মোদি। ইতালির প্রধানমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'গদ্দার' ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ২০ মে (আইএএনএস)।। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলির এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে 'গদ্দার' (বিশ্বাসঘাতক) বলে মন্তব্য করায় নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

রায়বরেলির সাংসদ রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, শাসক বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করছে এবং সংবিধানের উপর আঘাত হানছে। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "আপনার প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গদ্দার।"

তিনি আরও বলেন, "যখন আরএসএস কর্মীরা আপনাদের সামনে আসবে এবং নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শাহের কথা বলবে, তখন সরাসরি বলুন আপনার প্রধানমন্ত্রী গদ্দার, আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গদ্দার এবং আপনাদের সংগঠনও গদ্দার। বিজেপি-আরএসএস মিলে দেশ বিক্রির কাজ করেছে।"

রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। তবে কংগ্রেস তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দাবি করেছে, এই বক্তব্য দেশের মানুষের ক্ষোভ ও হতাশার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল ভারতীয় রাজনীতির 'রাহু' নীতিন

নয়াদিল্লি, ২০ মে (আইএএনএস)।। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-কে তীব্র আক্রমণ করে তাঁকে ভারতীয় রাজনীতির 'রাহু' বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপির সভাপতি নীতিন নবীন। তাঁর অভিযোগ, রাহুল গান্ধী দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে "দূষিত" করছেন।

উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলির এক সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে 'গদ্দার' (বিশ্বাসঘাতক) বলে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই বিজেপির এই কড়া প্রতিক্রিয়া আসে।

বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে নীতিন নবীন বলেন, "রাহুল গান্ধী ভারতীয় রাজনীতির রাহু, যিনি দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে দূষিত করছেন।" রাহুলের বক্তব্যকে "দুর্ভাগ্যজনক" আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "আপনি শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অপমান করেননি, দেশের ১৪০ কোটি মানুষকেও অপমান করেছেন।"

তিনি আরও বলেন, "প্রতিবারই আপনি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অপমান করেছেন, আর দেশের মানুষ তাঁকে জিতিয়ে দিয়েছেন।" নীতিন নবীনের দাবি, রাহুল গান্ধীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণালংকার ছিনতাই ধৃত বিহারের দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে ।। স্বর্ণালংকার ছিনতাইয়ের অভিযোগে বিহারের দুই যুবককে গ্রেফতার করল আমতলী থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে শ্রীনগর থানার অন্তর্গত এডিসি ভিলেজের টেলরবন এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, টেলরবন এলাকার বাসিন্দা বৃদ্ধা রাধারানী দেববর্মার বাড়িতে থালা-বাসন পরিষ্কার করার অজুহাতে প্রবেশ করে দুই যুবক। সেই সময় বাড়িতে কোনও পুরুষ সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। অভিযোগ, সুযোগ বুঝে ওই দুই যুবক বৃদ্ধার গলা থেকে একটি সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর বৃদ্ধার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনমালা বাজার এলাকার কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তিকে ফোনে বিষয়টি জানানো হয়। খবর পেয়ে বাজার এলাকার লোকজন সতর্ক হয়ে অভিযুক্তদের ধরার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর সন্দেহভাজন দুই যুবক একটি মোটরবাইক নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী সহ আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে ।। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নেশা কারবার রুখতে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। তারই অংশ হিসেবে আজ গোয়ালা বস্তি এলাকায় বিশেষ নেশা বিরোধী অভিযান চালায় এনসিসি থানার পুলিশ। অভিযানে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এনসিসি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গোয়ালা বস্তির বিভিন্ন সন্দেহভাজন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। দীর্ঘ সময় ধরে চলে এই অভিযান। তল্লাশির সময় বেশ কিছু নেশা জাতীয় ট্যাবলেট, গাঁজা এবং অন্যান্য সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধার হয় বলে দাবি পুলিশের। অভিযান চলাকালীন নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনজন যুবককে আটক করা হয়। পরে তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠকে

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে ।। রাজ্যের সার্বিক প্রশাসনিক পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনার করার জন্য আজ সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেম-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে আরও সক্রিয়, দায়িত্বশীল এবং সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অপরাধ এবং মাদকের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার আপোষ করা হবে না। রাজ্যে ড্রাগসের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর ও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। একইসঙ্গে অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। বিশেষ করে ধর্মনগর, কুমারঘাট ও বিলোনীয়া হাসপাতালের পরিষেবা, পরিকাঠামো ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মিজেলস পরিস্থিতি ও টিকাকরণ কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হন এবং এইডস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। সিপাহীজলা জেলার এক দিব্যাঙ্গ মেয়ের এইমসে চিকিৎসার বিষয়েও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হোমগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেন। পাশাপাশি বিশ্রামগঞ্জে নির্মীয়মান রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন। পানীয়জলের সমস্যা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খরার মরশুমে কোথাও যাতে জল সংকট তৈরি না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসনকে আগে থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। একইসঙ্গে জল জীবন মিশনের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুণগতমান বজায় রেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১ হাজার টাকায় দেড় লাখ পরিবার পাবে সৌর বিদ্যুতের সুবিধা ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে ।। পরিবেশবান্ধব শক্তির ব্যবহারে আরও এক বড় পদক্ষেপ নিল ত্রিপুরা সরকার ও ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম। রাজ্যের যেসব পরিবার মাসে ৫০ ইউনিটের কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তাঁদের জন্য মাত্র ১,০০০ টাকার বিনিময়ে সৌরবিদ্যুৎ (সোলার) ব্যবস্থা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১.৫ লক্ষ পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আজ গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউসে "রুফটপ সোলার পিভি সিস্টেম হ্যান্ডবুক" প্রকাশ অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনার অধীনে রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমের সম্পর্কে হঠাৎ ভাঙ্গন আত্মঘাতী যুবক, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে ।। আমতলী থানার অন্তর্গত মধুবন রানীরখামার ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় এক যুবকের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম সুব্রত নমঃ (২১)। তিনি সনজিৎ নমঃ -এর ছেলে। পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কে হঠাৎ ভাঙন এবং বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্তের জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, লক্ষ্মামুড়া এলাকার সায়ন্তিকা সরকার নামে এক তরুণীর সঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে সুব্রতের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। অভিযোগ, দুই পরিবারের মধ্যেও বিয়ে নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু সম্প্রতি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সায়ন্তিকা ও তার পরিবারের সদস্যরা হঠাৎ করেই সুব্রতের সঙ্গে বিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শামুক সংগ্রহ করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু জনজাতি মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২০ মে ।। জীবন-জীবিকার তাগিদে শামুক সংগ্রহ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায়। মৃতার নাম রূপবান দেববর্মা। তাঁর বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ এলাকায়।

জানা যায়, বুধবার মা ও মেয়ে একসঙ্গে শামুক সংগ্রহ করতে জলাশয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় শামুক সংগ্রহ করতে গিয়ে আচমকাই জলে তলিয়ে যান রূপবান দেববর্মা। মায়ের সামনে এই ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়ে মেয়ে। সে মাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়।

পরে মেয়ের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে রূপবান দেববর্মাকে উদ্ধার করে দ্রুত বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই গভীর শোকের ছায়া নেমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর

কলকাতা, ২০ মে (আইএএনএস) ।। প্রতিবেশী বাংলাদেশ সীমান্তের অরক্ষিত অংশে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বুধবার থেকে শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্য সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ২৭ কিলোমিটার জমি সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ জমি হস্তান্তরের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ ২৭ কিলোমিটার জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া এই প্রক্রিয়ার সূচনা মাত্র। দেশপ্রেমিক পশ্চিমবঙ্গবাসীর সহযোগিতা এবং দক্ষ ও প্রতিভাবান সরকারি আধিকারিকদের কার্যকর ভূমিকার ফলে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি। তিনি জানান, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিএসএফ এবং রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের মধ্যে একাধিক সমন্বয় বৈঠক হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের বৈঠক নিয়মিতভাবে চলবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বুধবার ২৭ কিলোমিটার জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে। ওই জমির মূল্য কেন্দ্র সরকার বহন করবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র নেতৃত্বাধীন আগের রাজ্য সরকারের সমালোচনাও করেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক স্বার্থে পূর্ববর্তী সরকার বিএসএফকে জমি হস্তান্তর এড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪,০০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি, যার মধ্যে ২,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এর মধ্যে প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটারে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে, বাকি ৬০০ কিলোমিটার এখনও অরক্ষিত। সদিচ্ছা থাকলে আগের সরকার সহজেই অন্তত ৫৫৫ কিলোমিটার জমি বিএসএফকে দিতে পারত। কিন্তু তুষ্টিকরণের রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে তা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অপরাধ, লাভ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 21-05-2026, 00:52

জাগরণ
আগরতলা ২১ মে, ২০২৬ ইং
৬ জৈষ্ঠ্য, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে অনুপ্রবেশ

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে দীর্ঘ এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্মুক্ত সীমান্ত থাকিবার কারণে বিভিন্ন সময় বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।প্রতিবেশী দেশগুলোর বিশেষ করিয়া বাংলাদেশ, মিয়ানমার বা নেপাল দরিদ্র ও কর্মহীন মানুষ উন্নত জীবিকা এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের আশায় ভারতে চলিয়া আসে।বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে রাজনৈতিক নিপীড়ন, গৃহযুদ্ধ বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের কারণে বহু মানুষ প্রাণ বাঁচাইতে ভারতে আশ্রয় নিয়াছে।যেমন: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বা মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমন।অনুপ্রবেশ ভারতের সামগ্রিক জনসংখ্যা এবং নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের জনমিতিক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনিয়াছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে স্বাভাবিক হারের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি অনেক বেশি দেখা গিয়াছে।কিছু নির্দিষ্ট জেলায় স্থানীয় বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তুলনায় বহিরাগত বা অনুপ্রবেশকারী জনসংখ্যার অনুপাত বাড়িয়া গেছে। এর ফলে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষা হুমকির মুখে পড়িবার আশঙ্কা তৈরি হয়। অনুপ্রবেশকারীদের একটি বড় অংশ কাজের খোঁজে ভারতের বড় বড় শহরগুলোতে যেমন: কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই চলিয়া যায়। ফলে শহরের বস্তি অঞ্চল ও ফুটপাতে জনসংখ্যার ঘনত্ব মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়।জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই কৃত্রিম চাপ ভারতের অর্থনীতি ও সমাজের ওপর বহুমুখী প্রভাব ফেলে। ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে এমনিতেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং পানীয় জলের ওপর তীব্র চাপ রহিয়াছে। অনুপ্রবেশের ফলে এই সীমিত সম্পদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়।অনুপ্রবেশকারী শ্রমিকরা সাধারণত খুব কম মজুরিতে কাজ করিতে রাজি থাকে। এর ফলে স্থানীয় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা কাজ হারায় অথবা তাহাদের মজুরির হার কমিয়া যায়।অনেক সময় অনুপ্রবেশকারীদের অবৈধভাবে ভোটার তালিকা বা রেশন কার্ডে অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিযোগ ওঠে, যাহা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং সুরক্ষাকে প্রভাবিত করে।অনুপ্রবেশ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম প্রধান অনুঘটক, যাহা বিশেষ করিয়া দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মানচিত্র বদলাইয়া দিয়াছে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং সম্পদের সঠিক বণ্টনের স্বার্থে এটি ভারতের জন্য একটি অত্যন্ত জটিল ও বড় চ্যালেঞ্জ।

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে বিদেশি অনুপ্রবেশ। প্রতিনিয়তই এই দেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানো রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কোন কোন অংশ হইতে প্রচার করা হইতেছে ধর্মীয় কারণে দেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। এজন্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলিম জনগণকে দায়ী করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অভিযোগ মোটেও সত্যি নয়। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যার গ্রাফ ক্রম উর্ধমুখি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে লাগাতার হারে বাড়িয়া চলিয়াছে জনসংখ্যা। এই হার বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই তুলিয়ি ধরা হইয়াছে। যদিও সেই রিপোর্টকে ভুল প্রতিবেদন বলিয়ি উল্লেখ করা হইয়াছে এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে।জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধর্মের সাথে যুক্ত নয় এবং সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মোট জন্ম হার হ্রাস পাইতেছে , মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এই তথ্য সামনে আনিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে।পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া বলিয়াছে যে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টগুলি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণার ফলাফলগুলিকে ভুল ভাবে প্রচার করাটা গভীরভাবে উদ্বেগের বিষয়।"এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, ৬৫ বছরের সময়কালে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাগের পরিবর্তনের উপর গবেষণার ফোকাস কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয় বা বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।১৯৫০ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ। যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালে আসিয়া কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৮ শতাংশে। সেখানে এই ৬৫ বছরের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৯.৮৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪.০৯ শতাংশে ,এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের প্রতিবেদেন।একদিকে যখন হিন্দু নাগরিকের সংখ্যা কমিতেছে, অন্যদিকে তখন হু হু করিয়া বাড়িয়াছে মুসলিম। বৃদ্ধি পাইয়াছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং শিখ নাগরিকদের সংখ্যাও। যদিও জৈন এবং পারসিদের সংখ্যাও অনেকটাই কমিয়াছে এ দেশে। এই ৬৫ বছরে ভারতে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে রিপোর্টে। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৪৩.১৫ শতাংশ। শিখ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৬.৫৮ শতাংশ। খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৬৭টি দেশের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা টানিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ অনুপ্রবেশ। পড়শি দেশ থেকে শরনার্থী এবং ধর্মীয় অত্যাচারের জন্য অনেক মানুষই ভারতে চলিয়া আসেন।

চীন সফরে "মুগ্ধ" ট্রাম্প, গোলাপের বীজ উপহার পাঠাবেন শি

বিশেষ প্রতিবেদন।। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে "গঠনমূলক" একটি নতুন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পৌঁছানোর কথা জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেইজিং সফরের দ্বিতীয় দিনেও তার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। শুক্রবার সকালে ট্রাম্পকে জংনানহাই লিডারশিড কম্পাউন্ড ঘুরে দেখান শি, যেখানে তিনিসহ চীনের শীর্ষ নেতারা বসবাস করেন ও সেখান থেকে কাজকর্ম পরিচালনা করেন। দুই নেতাকে এসময় বেশ হাসিখুশি ও কিছুটা হালকা মেজাজে দেখা যায়।

হেঁটে হেঁটে ঘোরার সময় শি বলেন, 'এই জায়গাটি একসময় সম্রাটের উদ্যানের অংশ ছিল, এই প্রাঙ্গণে প্রচুর ইতিহাস রয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, তাদের হাঁটার সময় যে গাছটি তারা দেখেছিলেন, সেটির বয়স ৪৯০ বছর। হাঁটার সময় এক পর্যায়ে ট্রাম্প বলেন, 'এগুলোই কারও দেখা সবচেয়ে সুন্দর গোলাপ।' এসময় শি জানান, বাগানে তারা যে চীনা গোলাপ দেখেছেন, তার বীজ তিনি ট্রাম্পকে উপহার হিসেবে পাঠাবেন। এতে ট্রাম্প বলেন, 'আমি এটি খুব পছন্দ করি, এটি দারুণ।' পরে চায়ের ঘরের দিকে যাওয়ার সময়ও ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, শি তাকে হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেনের জন্য গোলাপ দেবেন। জংনানহাই প্রাঙ্গণে ট্রাম্প ও শির হাঁটার সময় ধারণ করা একটি ভিডিওতে তাদের কথোপকথন শোনা গেছে। ট্রাম্প ও শি তাদের দোভাষীদের সঙ্গে একটি বাগানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় শি'র কাছে ট্রাম্প জানতে চান, 'আমি কি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে পারি- অন্য দেশ থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের, যেমন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীদের, তিনি কি এখানে নিয়ে আসেন?' শি জবাব দেন, 'খুবই কম। আমরা সাধারণত এখানে কূটনৈতিক আয়োজন করি না। যদি এরকম কিছু আয়োজন শুরু হয়েছে, এরপরও এটি এখনো অত্যন্ত বিরল।' তিনি আরও বলেন, 'উদাহরণ হিসেবে, পুতিন।' পূর্ববর্তী সফরগুলোর সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট একাধিকবার জংনানহাই পরিদর্শন করেছেন। ট্রাম্প বলেন,'ভালো। আমার এটা পছন্দ হয়েছে।' বৃহস্পতিবার, যখন দুই প্রেসিডেন্ট দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন, তখন রাশিয়া ঘোষণা করে যে পুতিন খুব শিগগিরই আবার চীন সফর করবেন।

পরে ট্রাম্প ও শি দুইজনই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। **চীনে "মুগ্ধ" ট্রাম্প**--- সাংবাদিকদের সামনে কথা বলার সময় ট্রাম্প প্রথমে বক্তব্য শুরু করেন এবং বলেন, তারা বাণিজ্য, ইরান এবং 'আরও অনেক বিষয়' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, তারা 'ভিন্ন অনেক সমস্যা সমাধান করেছেন, যেগুলো অন্য কেউ সমাধান করতে পারত না।' ইরান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তাদের পারমাণবিক অস্ত্র থাকুক এটা আমরা চাই না' এবং'আমরা চাই প্রণালিটি খোলা থাকুক।' এরপর তিনি শিকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, বেইজিংয়ে সফর করতে পারা তার জন্য সম্মানের। তিনি জানান, ২৪শে সেপ্টেম্বর তারা আবার সাক্ষাৎ করবেন, যখন শি যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাবেন। বিষয়টিকে 'পাল্টাপাল্টি শুল্কের মতো পাল্টাপাল্টি সফর' বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। তিনি আরও বলেন, তিনি আশা করেন শি যুক্তরাষ্ট্র দেখে সেইভাবেই মুগ্ধ হবেন, যেমন এই সফরে ট্রাম্প চীনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

ট্রাম্পের সফর 'ঐতিহাসিক ও মাইলফলক'-- শি ও ট্রাম্প দুইজনই বেইজিংয়ে ট্রাম্পের সফরকে "অত্যন্ত সফল" ও "ঐতিহাসিক" বলে উল্লেখ করেছেন। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে জংনানহাই বৈঠকে শি ও ট্রাম্পের আলোচনার একটি সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, শি এই সফরকে 'ঐতিহাসিক ও মাইলফলক' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, দুই নেতা তাদের দুই দেশের মধ্যে 'গঠনমূলক, কৌশলগত ও স্থিতিশীল সম্পর্কের জন্য একটি নতুন অবস্থান নির্ধারণ করেছেন'। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকাকে আবার মহান করতে চান, আর আমি চীনা জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে চীনা জাতির মহান পুনর্জাগরণ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

তিনি আরও বলেন, উভয় দেশের উচিত অর্জিত 'গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতাগুলো' বাস্তবায়ন করা। চীনের এই বিবরণ অনুযায়ী, ট্রাম্প বলেন সফরটি 'অত্যন্ত সফল, বিশ্বব্যাপী আলোচিত এবং স্মরণীয়' ছিল। তিনি শিকে 'আমার পুরোনো বন্ধুদের একজন' বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'আমি তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।' প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আন্তরিক ও গভীর যোগাযোগ বজায় রাখতে আগ্রহের কথাও জানান তিনি এবং বলেন, 'ওয়াশিংটনে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য আন্তরিকভাবে অপেক্ষা করছি।'

হোয়াইট হাউজ জানায়, খাবারের মেনুতে ছিল- কড মাছ ছড়ানো সি-ফুড স্যুপ, মচমচে ও উচ্চতাপে দ্রুত ভাজা লবস্টার বল, মোরেল মাশরুম ভরা হাড়হীন গরুর মাংসের ফিলেট, কুং পাও চিকেন ও স্ক্যালপস, সেদ্ধ মৌসুমি সবজি, বাঁশ কোঁড়ল, মাশরুম ও শিম, বান-এর ভেতরে স্টিউ করা গরুর মাংস, ভাপে সেদ্ধ শুকরের মাংস ও চিংড়ির ডাম্পলিং, চকোলেট ব্রাউনি, ফল ও আইসক্রিম এবং কফি ও চা। এদিকে, হোয়াইট হাউসের সফরসঙ্গী সাংবাদিকদের জন্য তাদের ভ্যানে ম্যাকডোনাল্ডস সরবরাহ করা হয়।

ইরান, বাণিজ্য ও অন্যান্য— গত বুধবার রাতে চীন পৌঁছান ডোনাল্ড ট্রাম্প। দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রথম চীন সফর করেছেন তিনি। বেইজিংয়ে বিমানবন্দর থেকে শুরু করে যেসব জায়গায় তিনি গেছেন, সবখানেই তাকে বর্ণাঢ্যভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে। এর আগে ২০১৭ সালের নভেম্বরে তিনি তার প্রথম মেয়াদেও বেইজিং ঘুরে যান এবং তার ওই সফরের পর মার্কিন কোনো প্রেসিডেন্ট আর দেশটিতে যাননি। বৃহস্পতিবার ট্রাম্প ও তার সঙ্গে সফররত প্রশাসনিক, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিরা প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে শি জিনপিং ও চীনের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। নির্ধারিত সময়ের চেয়েও প্রায় দ্বিগুণ সময় ধরে চলেছিল ওই বৈঠক। সেখানে "চমৎকার" আলোচনা হয় বলেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এক শব্দে জানান ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রথমদিনের কর্মসূচির পর ফক্স নিউজের উপস্থাপক শন হ্যানিটিকে একটি সাক্ষাৎকার দেন ট্রাম্প। এসময় তিনি জানান, বৃহস্পতিবার দুই নেতার মধ্যে আলোচনার সময় শি ইরানকে সামরিক সরঞ্জাম দেওয়া বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফক্স নিউজকে তিনি বলেন, ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য কোনো শান্তিচুক্তি নিয়ে তিনি 'আর খুব বেশি ধৈর্য ধরতে চান না।' এর পরপরই চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে চীনের সরকারের বক্তব্য প্রকাশিত হয় যেখানে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের অবসান ঘটাতে তারা 'নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে' এবং শান্তি আলোচনায় আরও বেশি সহায়তা প্রদান ও শেষ পর্যন্ত স্থায়ী শান্তি অর্জনে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে চায়। বেইজিং তেহরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র। চীন ইরানি তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা এবং দেশটির বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। ট্রাম্প প্রশাসন আশা করেছিল, এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে শি তেহরানকে আলোচনার টেবিলে আনতে ভূমিকা রাখবেন। চীনা বিবৃতিতে আজ বলা হয়েছে, এই সংঘাত 'কখনোই ঘটার কথা ছিল না' এবং 'এটি চালিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই', তবে লক্ষণীয়ভাবে সেখানে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করা হয়নি। "চীন হরমুজ প্রণালি খোলা রাখতে চায়" যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আরো দাবি করেন, চীন হরমুজ প্রণালি খোলা রাখতে চায় এবং এ বিষয়ে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে।

শিকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'তিনি বলেছেন তারা সেখান থেকে অনেক তেল কেনেন এবং তারা তা চালিয়ে যেতে চান। তিনি হরমুজ প্রণালি খোলা দেখতে চান।' ট্রাম্প আরও বলেন, হরমুজ প্রণালি খোলা রাখার বিষয়ে কোনো চুক্তি করতে শি সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যে কেউ এত তেল কিনে, তাদের স্পষ্টভাবেই কোনো না কোনো ধরনের সম্পর্ক থাকে। তবে তিনি বলেছেন, "আমি যেভাবেই পারি সাহায্য করতে চাই, যদি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি।" তিনি হরমুজ প্রণালি খোলা দেখতে চান।' বাণিজ্য আলোচনা আগের তুলনায় "ভালো হয়েছে" বাণিজ্য আলোচনা আগেরবারের তুলনায় "ভালো হয়েছে" দাবি করে ট্রাম্প বলেন, সেগুলো আগেরবার স্বাক্ষরিত ৩৬টি চুক্তির তুলনায় 'অনেক বড়'। তিনি বলেন, চীন 'আমাদের প্রচুর কৃষিপণ্য কিনবে', যেমন সয়াবিন। চীন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ২০০টি বোয়িং বিমান কিনতে রাজি হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছেন। ফক্স নিউজের উপস্থাপক শন হ্যানিটি জানতে চান, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে চীন কী চায়। এর জবাবে ট্রাম্প বিস্তারিত না বলে বলেন, 'আলোচনার মতো অনেক বিষয় আছেঅনেক কিছু।'

চীন ও রাশিয়ার এত কাছে আসার পেছনে কারণ কী?

অঙ্কুর শাহ

গত সেপ্টেম্বরে বেইজিংয়ের তিয়ানআনমেন স্কয়ারে হাঁটতে হাঁটতে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এমন এক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন- যেখানে অঙ্গ প্রতিস্থাপন মানুষের জীবন নাটকীয়ভাবে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

'মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপন তো চলতেই পারে। আপনি যত দীর্ঘদিন বাঁচবেন, ততই তরুণ হয়ে উঠবেন, এমনকি অমরত্বও অর্জন করতে পারেন,' পুতিনের দোভাষীকে বলতে শোনা যায়।

'কেউ কেউ অনুমান করেন, এই শতাব্দীতেই মানুষ ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে,' শি''র দোভাষীর জবাব। এই খোলা মাইক্রোফোনের মুহূর্তটি তাদের সম্পর্কের একটি ঝলক দেখায়। এটি ছিল দুই শক্তিমান নেতার জন্য আলাপচালিতা যারা একে অপরকে "সেরা বন্ধু" বলে বর্ণনা করেছেন এবং যারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পরও সরে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।

তাদের সম্পর্কটি যে ঠিকমতো উপলব্ধি করা হয়নি- এমন বাস্তবতা, আর তাদের অত্যন্ত গোপন সম্পর্কের অল্প কিছু ঝলকের এক বিরল নমুনা ছিল অনির্ধারিত এই কথোপকথনটি।

এই সপ্তাহে পুতিন আবার বেইজিংয়ে ফিরছেন, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে "প্রতিবেশী হিসেবে সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা" চুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে হবে তার এই সফর।

গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শি''র সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাকে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তার তুলনায় পুতিনের সফর অনেকটাই নিভৃত এবং এ নিয়ে আগাম তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে খুব কমই।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, তারা ট্রাম্প-শি বৈঠক সম্পর্কে সরাসরি তথ্য পাবেন বলে আশা করছেন। খবরে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে জংনানহাই লিডারশিড কম্পাউন্ডে (যেখানে শি এবং চীনের শীর্ষ নেতারা বসবাস করেন ও সেখান থেকে কাজকর্ম পরিচালনা করেন) হাঁটার সময় ট্রাম্পের একটি প্রশ্নের উত্তরে শি তার বন্ধু পুতিনের কথা উল্লেখ করেন এবং মজা করে বলেন, পুতিন আগেই এই রাজনৈতিক কেন্দ্রে এসেছেন, যা সাধারণত বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত নয়। ওয়াশিংটনের কেউ কেউ যদিও আশা করেছিলেন যে ট্রাম্প বেইজিংকে মস্কো থেকে দূরে সরিয়ে আনতে পারেন, কিন্তু সে আশা এখন কল্পনাপ্রসূত বলেই মনে হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন ও রাশিয়া তাদের সম্পর্ককে 'সীমাহীন বন্ধুত্ব' বলে বর্ণনা করেছে। তবে এর ভিত্তি কী এবং এই সম্পর্ক কতদিন টিকবে? চীনের শর্ত কার্নেগি রাশিয়া ইউরেশিয়া সেন্টারের পরিচালক আলেকজান্ডার গাবুয়েভ বলেন, এই সম্পর্ক অত্যন্ত অসম এবং দুই দেশের মধ্যে হওয়া যে কোনো চুক্তিই সম্ভবত চীনের শর্তে হবে। তিনি বলেন, 'রাশিয়া পুরোপুরি চীনের প্রভাবে আছে এবং শর্ত নির্ধারণ করতে পারে চীন।'

এই প্রবণতা অর্থনীতিসহ বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। চীন রাশিয়ার সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার, আর চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাত্র চার শতাংশ রাশিয়ার সঙ্গে। চীন অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় রাশিয়ায় বেশি পণ্য রফতানি করে এবং তাদের অর্থনীতি রাশিয়ার তুলনায় অনেক বড়। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে মস্কো ধীরে ধীরে বেইজিংয়ের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পৃক্ততা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার মুখে থাকা এবং যুক্তরাজ্যের ৫জি বা ফাইভজি নেটওয়ার্ক থেকেও বাদ পড়া হুয়াওয়ে এখন রাশিয়ার টেলিযোগাযোগ খাতের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ দুর্বল হওয়ায় প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও শিল্প - সব ক্ষেত্রেই চীন এখন রাশিয়ার প্রথম ভরসা। ২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসনের পর থেকে রাশিয়া তার যুদ্ধযন্ত্রের জন্য চীনা উপাদানের ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। ব্লুমবার্গের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, রাশিয়া তার নিষিদ্ধ প্রযুক্তির ৯০ শতাংশের বেশি চীন থেকে আমদানি করছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি।

এই বৈষম্যের ঝুঁকি রাশিয়া ভালো করেই জানে। "উই বো টু নো ওয়ান" বা "আমরা কারো কাছে মাথানত করি না"- শিরোনামে লেখা সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণে গবেষণা প্রতিষ্ঠান রাশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলের সভাপতি দিমিত্রি ট্রেনিন বলেন, রাশিয়া কোনোভাবেই অধীনস্ত রাষ্ট্র হতে চায় না। চীন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমাদের সম্পর্ক সমান ভিত্তিতে রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে রাশিয়া একটি বৃহৎ শক্তি, যা কোনো জুনিয়র অংশীদার হতে পারে না।' বেইজিংয়ের বাইরে মস্কোর কার্যকর বিকল্প খুব কমসংখ্যক এক ক্রেতা যেটি রাশিয়ার টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য বাজার এবং চাহিদা প্রদান করে।

বেইজিংয়ের বিকল্প হিসেবে মস্কোর হাতে খুব বেশি কার্যকর কিছু নেই। কারণ বেইজিং এমন এক ক্রেতা যার কাছ থেকে রাশিয়ার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য চাহিদা ও বাজারের জোগান পাওয়া যায়।

আর পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কথা বিবেচনা করে চীন যদি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য কমিয়ে দেয়, তবে তা রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যগুলোকে উল্লেখযোগ্যভাবে জটিল করে তুলবে। তবে, মস্কোর সবচেয়ে বড় সুবিধা এবং বেইজিংয়ের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢাল হলো নিজের অবস্থানে অটল থাকার ক্ষমতা।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রভাষক মারচিন কাচমারস্কি''র মতে, চীন এই অসমতার মাত্রা সম্পর্কে জানে এবং রাশিয়ার ভেতরে বা তার অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে অনিচ্ছুক। 'আমি বলব, রাশিয়ার প্রতি চীনের নীতির সারসংক্ষেপ হলো- সংযম প্রদর্শন,' তিনি আরো বলেন, 'চীন রাশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে না'।

এর একটি কারণ হলো- এটি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। রাশিয়া হয়তো অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশীদার, কিন্তু এটি একই সঙ্গে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন একটি রাষ্ট্র। কার্নেগির গাবুয়েভ বলেন, এমনকি চীন যদি রাশিয়াকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করে, তবুও এটি 'তৎক্ষণাৎ তা মেনে নেওয়ার মতো দেশ নয়'।

তিনি ২০২৩ সালে শি জিনপিংয়ের মস্কো সফরের উদাহরণ দেন। ওই সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট নাকি পুতিনকে ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই রাশিয়া ঘোষণা দেয়, তারা বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করবে। অনেকেই এই পদক্ষেপকে বাহ্যিক চাপের প্রতি মস্কোর সচেতন প্রতিরোধ এবং তাদের স্বাধীন অবস্থান স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ অনেক দিক থেকে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ালেও, সম্ভাব্য তাইওয়ান আক্রমণ নিয়ে বেইজিং যখন তার বিকল্পগুলো বিবেচনা করছে, তখন তা চীনের জন্য একটি সম্পদ হিসেবেও কাজ করছে। গাবুয়েভ বলেন, 'রাশিয়া এখনো কিছু সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, যেমন বিশেষায়িত সরঞ্জাম। তারা সেগুলো বিক্রি করতে সক্ষম। পাশাপাশি চীনের কিছু সরঞ্জাম বা উপাদান পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করতে পারে।' এছাড়া, রাশিয়ার রয়েছে বিপুল জ্বালানি সম্পদ যা চীনের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মে মাসে এক সংবাদ সম্মেলনে পুতিন বলেন, তেল ও গ্যাসে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুই দেশ 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অগ্রগতির দিকে' এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি সম্ভবত "পাওয়ার অব সাইবেরিয়া ২" পাইপলাইনের কথাই উল্লেখ করছিলেন, যার জন্য বহু বছর ধরে স্থগিত থাকা আলোচনার পর রাশিয়ার বড় গ্যাস কোম্পানি গ্যাজপ্রম এবং চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন একটি প্রাথমিক চুক্তিতে পৌঁছেছে বলে জানা যায়।

পাইপলাইনটি নির্মিত হলে তা পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। এটি দিয়ে মঙ্গোলিয়ার মাধ্যমে রাশিয়া থেকে বছরে ৫০০০ কোটি ঘনমিটার গ্যাস চীনে সরবরাহ করা হবে। আর হরমুজ প্রণালিতে সংকট অব্যাহত থাকায়, রাশিয়ার জ্বালানির ওপর চীনের এই বিনিয়োগ এখন সুফল দিতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। এটি শুধু দামের বিষয় নয়; বরং ক্রমবর্ধমান অস্থির বিশ্বের প্রেক্ষাপটে চীনের অভ্যন্তরীণ জ্বালানি নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার বিষয়ও এর সঙ্গে জড়িত।

অংশীদার, মিত্র নয়--- চীন ও রাশিয়ার মধ্যে যখনই মতবিরোধের ইঙ্গিত দেখা যায়, তখন তাদের সম্পর্কের একটি মৌলিক বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে; কোনো দেশই অন্যটির অনুসরণ করতে বাধ্য নয়, কারণ তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কোনো জোট নেই। মস্কোতে অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাসের সাবেক ডেপুটি প্রধান বোবো লো বলেন, সামরিক জোটের কঠোর কাঠামোর চেয়ে এই কৌশলগত নমনীয়তাই তাদের অংশীদারিত্বকে টেকসই করে তুলেছে। তিনি বলেন, 'এটি কোনো জোট নয়, বরং একটি নমনীয় কৌশলগত অংশীদারিত্ব,' যা ভেঙে পড়ার একাধিক পূর্বাভাস সত্ত্বেও টিকে রয়েছে। পশ্চিমা বিশ্লেষকেরা সাধারণত চীন-রাশিয়া অংশীদারিত্বকে দুইভাবে তুলে ধরেছেন- হয় এটি 'কর্তৃত্ববাদী শক্তির অক্ষ', যা মূলত পশ্চিমকে পরাস্ত করার আকাঙ্ক্ষায় ঐক্যবদ্ধ; অথবা এটি একটি ভঙ্গুর সম্পর্ক, যা যেকোনো সময় ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। কিন্তু এ দুটির কোনোটিই পুরোপুরি তুলে ধরে না- কীভাবে এটি দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমেই প্রতিস্থাপন করা কঠিন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যারা অসমতা ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ভাগাভাগি করে। লো''র মতে, পশ্চিমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক উন্নত হলেও, একে অপরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এই দুই দেশের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের চার হাজার ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ যৌথ সীমান্ত, যা অতীতে অনিশ্চয়তার উৎস ছিল। এরপর রয়েছে তাদের পরিপূরক অর্থনীতি- রাশিয়া তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য কাঁচামালের বড় রপ্তানিকারক; আর চীনের শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি এগুলোর জন্য একটি বিশাল বাজার সরবরাহ করে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের যৌথ বিরোধিতাকেও উপেক্ষা করা যায় না। পশ্চিমা দেশগুলোর মতো নয়, যারা মানবাধিকারসহ বিভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, রাশিয়া ও চীন একে অপরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মূল্যায়ন বা সমালোচনা করে না।

চীনের শিনজিয়াং অঞ্চলে বার বার বড় পরিসরের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ, যা চীন অস্বীকার তা করে এবং রাশিয়ার বিরোধী নেতা আলেক্সেই নাভালনির মৃত্যুর ঘটনার কারণে কিছু পশ্চিমা দেশ এই দু''টি দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ততায় আরও সতর্ক হয়েছে; কিন্তু মস্কো ও বেইজিং এসব ইস্যুকে এড়িয়ে যায়। গাবুয়েভ বলেন, 'শিনজিয়াং ইস্যু, নাভালনির বিষক্রিয়া ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে তারা একে অপরের সমালোচনা করে না' এবং 'জাতিসংঘে বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই একমত হয় যা একটি স্বাভাবিক পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্ক তৈরি করে'।

তিনি আরও যোগ করেন, দেশ দুটির মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যও রয়েছে। 'আরও বাস্তববাদী সম্পর্কের দিকে এই প্রবণতা সোভিয়েত যুগের আন্দ্রোপভ, চেরনেঙ্কো, গরবাচেভ, ইয়েলৎসিনের সময় থেকেই শুরু হয়েছে,' তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, চীনের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা গেছে'। এই সম্পর্ক কতদিন স্থায়ী হবে, সে সম্পর্কে একজন চীনা বিশ্লেষক, যিনি নাম প্রকাশ করতে চাননি, স্বীকার করেন- চীন-রাশিয়া সম্পর্ককে অবিচ্ছেদ্য জুটি হিসেবে উভয় দেশের প্রকাশ্যে উপস্থাপন আংশিকভাবে কৌশলগত প্রদর্শন, যার লক্ষ্য ঐক্য ও স্থিতিশীলতার ভাবমূর্তি তুলে ধরা।

বাস্তবে, এটি একটি কার্যকর রাজনৈতিক হাতিয়ার, যা মাঝেমধ্যে স্বার্থগত পার্থক্যকে আড়াল করতে সাহায্য করে। উভয় সরকারই যাকে 'পশ্চিমা আধিপত্য' হিসেবে দেখে তার বিরোধিতা করে, তবে এই বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে।

বিশ্লেষকের মতে, রাশিয়া এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় যা পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রকে পাশ কাটিয়ে যাবে, কিন্তু চীন তুলনামূলকভাবে আরও সতর্ক ও বাস্তবধর্মী অবস্থান গ্রহণ করে। বেইজিংকে প্রায়ই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত এড়িয়ে ধৈর্য ও ধাপে ধাপে অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকার দিতে দেখা যায়।

তারা ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের প্রতি চীনের প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন যে বেইজিং তাদের প্রতিক্রিয়ায় সংযত ছিল এবং ট্রাম্পের সফরের প্রস্তুতি বাতিল করেনি। তারা আরও বলেন, 'এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে বেইজিং উত্তেজনা বাড়াতে চায় না এবং দরজা বন্ধ করতে চায় না'।

তাদের ভাষায়, চীন এখনো ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগের পথ খোলা রাখতে এবং অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এড়াতে আগ্রহী, যা রাশিয়ার পদ্ধতির সঙ্গে স্পষ্টতই ভিন্ন।

মানবিক দিক--- অংশীদারিত্বকে প্রায়ই ভূরাজনীতি ও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়, কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দুই সমাজের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা। উপর থেকে দেখলে, পুতিন এবং শি নিজেদের মধ্যে তুলনাহীন বন্ধুত্বের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এটি পুতিনের ২৫তম চীন সফর এবং ধারণা করা হয় রাশিয়ার আমলারা অন্যান্য দেশের কর্মকর্তাদের তুলনায় চীনের সমকক্ষদের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ রাখেন।

তবে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে এই ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও, চীনে সাবেক ব্রিটিশ কূটনীতিক চার্লস পার্টন সাধারণ চীনা ও রাশিয়ানদের মধ্যে স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, 'চীনারা কি মস্কোতে পড়াশোনা করতে যেতে চায়, সেখানে বসবাস করতে চায় এবং মস্কোতে ফ্ল্যাট কিনতে চায়?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতির হাতে উদ্বোধন হয় আবর্জনা সংগ্রহের ভ্যানের। ছবি নিজস্ব।

এমএসএমই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের উপর জোর জিতন রাম মাঁঝির, নাগাল্যান্ড সফরে উন্নয়ন পর্যালোচনা

কোহিমা, ২০ মে (আইএএনএস): ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প সংক্রান্ত (এমএসএমই) প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের উপর জোর দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাঞ্জি। তিনি আধিকারিকদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষের কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত প্রধান লক্ষ্য।

দু'দিনের নাগাল্যান্ড সফরে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বুধবার চুমৌকেদিমার পুলিশ কমপ্লেক্সে লংলেং জেলার বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে তিনি জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন।

বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা চলমান প্রকল্প, সাফল্য, চ্যালেঞ্জ এবং অতিরিক্ত সহায়তা ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল জানায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নির্দেশ অনুযায়ী বাস্তব পরিস্থিতি এবং জেলার উন্নয়নমূলক প্রয়োজন খতিয়ে দেখতেই এই পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

তাঁরা জানান, সফরে সংগৃহীত তথ্য, মতামত ও রিপোর্ট সংকলন করে প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলিতে পাঠানো হবে।

এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় বিধায়ক এ. পংশি ফোম। তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কেন্দ্রের জনমুখী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে অবকাঠামো, অর্থনীতি, জীবিকা ও জনকল্যাণের উন্নয়নে নেওয়া উদ্যোগগুলিরও প্রশংসা করেন।

কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন, সৌরশক্তি, শিল্প, বিদ্যুৎ এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

তিনি জানান, লংলেং জেলার শিল্প ও বাণিজ্য দফতর স্বনিযুক্তির সুযোগ তৈরি করে যুব সমাজকে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি-এর মতো প্রকল্প তরুণ উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু করতে এবং কর্মসংস্থান তৈরি করতে সহায়তা করছে।

তিনি নাগাল্যান্ড সরকারের ২০২২ সালে চালু হওয়া মুখ্যমন্ত্রীর মাইক্রো ফিনান্স উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন এবং বলেন, এটি গ্রামীণ এলাকায় বহু মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে।

এছাড়া বৈঠকে জাতীয় পাম তেল মিশন-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষকদের সুবিধা এবং চাষের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে জিতন রাম মাঁঝি জেলার প্রশাসন ও বিভিন্ন দফতরের কাজের প্রশংসা করেন এবং বলেন, সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়, সে বিষয়ে আরও দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র সরকার এবং তাঁর মন্ত্রক লংলেং জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সবরকম সহায়তা চালিয়ে যাবে।

কর্নাটকে হিজাব-গেরুয়া শাল বিতর্ক নতুন করে তীব্র হওয়ার আশঙ্কা, সরব ভিএইচপি

বেঙ্গালুরু, ২০ মে (আইএএনএস): কর্নাটকে হিজাব বনাম গেরুয়া শাল বিতর্ক ফের উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই আপত্তি তুলেছে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

রাজ্য সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাবের উপর পূর্বের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সীমিত ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। পাগড়ি, কড়া, তিলক, পবিত্র ভস্ম, ক্রস ও কালাওয়ার মতো প্রতীক পরার অনুমতি দেওয়া হলেও গেরুয়া শাল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই সিদ্ধান্ত ঘিরেই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক।

প্রশাসন পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। কারণ ২০২২ সালে হিজাব বিতর্ক রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সেই সময় আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা-ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। সংগঠনের তৎকালীন নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরি একটি ভিডিও বার্তায় মাণ্ড্যার ছাত্রী মুসকান খানের প্রশংসা করেছিলেন। মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ তুলে তিনি প্রতিবাদের আহ্বানও জানিয়েছিলেন।

যদিও রাজ্য সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেরুয়া শাল নিষিদ্ধ করেছে, তবুও হিন্দু সংগঠনগুলি জানিয়েছে, গেরুয়া শাল পরে স্কুল-কলেজে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের তারা সমর্থন করবে।

বর্তমানে বিতর্কটি রাজনৈতিক বিবৃতি এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, ১ জুন থেকে গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর স্কুল-কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বুধবার ভিএইচপি-র আঞ্চলিক সম্পাদক শরণ পাম্পওয়েল সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এই সিদ্ধান্তের কারণে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে তার দায় রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে।

পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদে সামিল হওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

তাঁর অভিযোগ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সরকার তুষ্টিকরণের রাজনীতি করছে এবং এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে 'আঞ্চলিক উগ্রবাদ'কে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং পড়ুয়াদের একাংশও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আশঙ্কা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়তে পারে। বিশেষত কর্নাটকের সংবেদনশীল উপকূলীয় এলাকাগুলিতে প্রশাসন পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজর রাখছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই-র নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার শ্রেণিকক্ষে ধর্মীয় পোশাক নিষিদ্ধ করে নির্দেশিকা জারি করেছিল। পরে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। আদালতের বিভক্ত রায়ের পর মামলাটি এখনও বিচারাধীন।

গাজিয়াবাদ হোমবায়ার প্রতারণা মামলায় বিল্ডার-ব্যাঙ্ক যোগে নবম চার্জশিট সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ২০ মে: গাজিয়াবাদের এক আবাসন প্রকল্পে বাড়ি ক্রেতাদের প্রতারণার ঘটনায় বিল্ডার-ব্যাঙ্ক যোগসাজশের আরেকটি চক্রের হদিস পাওয়ার দাবি করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। বুধবার সংস্থা জানায়, এই মামলায় একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, তাদের ডিরেক্টর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে নবম চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এম/এস মঞ্জু জে হোমস ইন্ডিয়া লিমিটেড, সংস্থার ডিরেক্টর এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-র কিছু আধিকারিকের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগ, তাঁদের কর্মকাণ্ডে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ বাড়ি ক্রেতাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্ত নির্মাণ সংস্থা ও তাদের কর্তা ব্যক্তিরা ব্যাঙ্ক আধিকারিক এবং কিছু ব্যক্তিগত সহযোগীর সঙ্গে যোগসাজশ করে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের মাধ্যমে বাড়ি ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছিলেন। এর মাধ্যমে বেআইনি আর্থিক লাভ তোলাই ছিল মূল উদ্দেশ্য বলে অভিযোগ।

সিবিআইয়ের দাবি, কয়েকজন ব্যাঙ্ক আধিকারিক তাঁদের সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করে নির্ধারিত ব্যাঙ্কিং নীতি ও নিয়ম লঙ্ঘন করে নির্মাণ সংস্থার বেআইনি কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেছেন। এর ফলে নির্মাণ সংস্থাটি বেআইনি আর্থিক সুবিধা পেয়েছে, অন্যদিকে ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যাঙ্ক ও সাধারণ গ্রাহকরা।

এই মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ, জালিয়াতির উদ্দেশ্যে নথি জাল করা এবং জাল নথিকে আসল হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ। পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের আওতায় সরকারি কর্মচারীদের অসদাচরণের ধারাও যুক্ত করা হয়েছে।

সিবিআই জানিয়েছে, তদন্তে বিপুল নথি এবং মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলেছে, যা বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অভিযোগ, সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার, তহবিল সরানো এবং বাড়ি ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতারণার মতো ঘটনা এতে জড়িত।

বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিল্ডার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অজ্ঞাত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মোট ৫০টি একই ধরনের মামলার তদন্ত করছে সিবিআই।

এর আগে রুদ্রা বিল্ডওয়েল কনস্ট্রাকশন, ড্রিম প্রোকন, জয়প্রকাশ ইনফ্রাটেক, এভিজে ডেভেলপার্স, সিএইচডি ডেভেলপার্স, শুভকামনা বিল্ডটেক, সিক্যুয়েল বিল্ডকন এবং লজিক্স সিটি ডেভেলপার্স-সহ একাধিক সংস্থার বিরুদ্ধে অনুরূপ মামলায় আটটি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল।

স্থানীয় নির্বাচনেই 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর মডেল দেখিয়েছে গুজরাট: উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সঙ্ঘভি

গান্ধীনগর, ২০ মে (আইএএনএস): 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ধারণার বাস্তব প্রয়োগে গুজরাট ইতিমধ্যেই উদাহরণ তৈরি করেছে বলে দাবি করলেন গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি। বুধবার যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) বৈঠকের পর তিনি বলেন, স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির নির্বাচনে একসঙ্গে বা অল্প ব্যবধানে ভোট আয়োজন করে রাজ্য ইতিমধ্যেই সমন্বিত নির্বাচনের মডেল তৈরি করেছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সঙ্ঘভি বলেন, "আমাদের রাজ্য এই পথে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। পুরসভা, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা পঞ্চায়েত ও তালুক পঞ্চায়েতের নির্বাচন একই দিনে বা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে আয়োজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা দেশের অন্যান্য রাজ্যের জন্য একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি।"

বর্তমানে বিজেপি সাংসদ পি. পি. চৌধুরী-র নেতৃত্বাধীন ৩৯ সদস্যের যৌথ সংসদীয় কমিটি গুজরাট সফরে রয়েছে। 'এক দেশ, এক নির্বাচন' কাঠামোর সাংবিধানিক, আইনি ও প্রশাসনিক দিক খতিয়ে দেখতে দেশজুড়ে বিভিন্ন পক্ষের মতামত সংগ্রহ করছে এই কমিটি। সঙ্ঘভি জানান, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল-এর নেতৃত্বাধীন গুজরাট সরকার জেপিসিকে জানিয়েছে যে একযোগে নির্বাচন হলে দেশের পাশাপাশি রাজ্য এবং সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন। এতে বারবার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন কমবে এবং প্রশাসনিক ব্যাঘাতও হ্রাস পাবে।

তিনি বলেন, "প্রতিবার নির্বাচন হলে দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয়। আচরণবিধি জারি হলে সরকারি কাজের গতি ব্যাহত হয়। সাধারণ মানুষের কল্যাণমূলক বহু কাজ থমকে যায়।"

উপমুখ্যমন্ত্রীর মতে, একসঙ্গে নির্বাচন হলে ভোটারদেরও সুবিধা হবে। পাঁচ বছরে বারবার ভোট দিতে যাওয়ার প্রয়োজন কমবে এবং প্রশাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর চাপও হ্রাস পাবে।

তিনি আরও বলেন, "প্রতিবার নির্বাচন হলে শহর ও গ্রামে নানা কাজ থেমে যায়, সরকারি দপ্তর আংশিকভাবে প্রভাবিত হয় এবং মানুষকে বারবার লাইনে দাঁড়াতে হয়।"

সঙ্ঘভির দাবি, বারবার নির্বাচনকে ঘিরে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বিভাজন তৈরি হয়, একযোগে নির্বাচন চালু হলে তাও অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, জেপিসির গুজরাট সফরে বিজেপি, কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি মন্ত্রী, বিধায়ক ও বিধানসভার স্পিকারও অংশ নিয়েছেন।

বকরিদে কোরবানি নিয়ে বাংলার বিজেপি সরকারকে 'সতর্কবার্তা' হুমায়ুন কবিরের

কলকাতা, ২০ মে (আইএএনএস): আসন্ন বকরিদ উৎসবে 'কোরবানি' নিয়ে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞার চেষ্টা হলে মুসলিম সমাজ তা মেনে নেবে না বলে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারকে কড়া বার্তা দিলেন হুমায়ুন কবির। বুধবার তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র উদ্দেশে 'আগুন নিয়ে খেলবেন না' বলেও সতর্ক করেন। সম্প্রতি ১৩ মে রাজ্য সরকারের জারি করা 'পশু জবাই সংক্রান্ত নির্দেশিকা'কে কেন্দ্র করেই এই প্রতিক্রিয়া দেন তিনি। ওই নির্দেশিকায় ষাঁড়, বলদ, গরু, বাছুর, মোষ এবং খোজা মোষ জবাইয়ের আগে 'ফিট-ফর-স্লটার' শংসাপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পাশাপাশি প্রকাশ্যে পশু জবাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং নজরদারি চালানো সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা না দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হুমায়ুন কবির বলেন, "দেশে প্রায় ৩৭ শতাংশ মুসলিম গরুর মাংস খান। যদি এসব বন্ধ করতে হয়, তাহলে আগে গরু জবাইয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সব কসাইখানা বন্ধ করতে হবে।"

তিনি বলেন, আইনকে সম্মান করা হবে, কিন্তু কোরবানি বন্ধ হবে না।

হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য, "কোরআন অনুযায়ী যেসব পশু কোরবানির জন্য বৈধ, সেগুলির কোরবানি হবেই।"

তিনি আরও বলেন, "আমি বিজেপি সরকারকে সতর্ক করছি। সরাসরি সুবেন্দু অধিকারীকে বলছি, আগুন নিয়ে খেলবেন না। কোরবানি বন্ধ করার চেষ্টা করলে তাদেরই সমস্যা হবে। মুসলিম সমাজ কোনও অবস্থাতেই কোরবানির বিষয়ে আপস করবে না।"

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "গোমাংস রফতানি ও আমদানির মাধ্যমে বিজেপি সরকার হাজার হাজার কোটি টাকার কর আদায় করছে।"

এদিকে, রাজ্য সরকারের গবাদিপশু জবাই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া একটি মামলার শুনানি বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট-এ হয়। একইসঙ্গে বকরিদের নামাজের জন্য খোলা ময়দানের ব্যবস্থারও দাবি জানিয়েছেন হুমায়ুন কবির। তাঁর দাবি, যদি সরকার আলাদা মাঠের ব্যবস্থা না করে, তাহলে অতীতের মতো এবারও রাস্তায় নামাজ পড়া হবে। তিনি উল্লেখ করেন, বহু বছর ধরে কলকাতার লাল রাস্তা (ইন্দিরা গান্ধী সরণি)-তে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়ে আসছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি যোগী আদিত্যনাথ প্রকাশ্যে রাস্তায় নামাজের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ধর্মীয় জমায়েত নির্দিষ্ট স্থানে এবং প্রয়োজন হলে ধাপে ধাপে আয়োজন করা উচিত।

আরজি কর তদন্তে নতুন মোড়, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২০ মে (আইএএনএস): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ এক তরুণী জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নতুন অগ্রগতির পর পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তদন্তের অগ্রগতির অংশ হিসেবে তিনজন সিনিয়র আইপিএস আধিকারিককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার সন্দীপ ঘোষ-এর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার সময় মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই ছিল। ফলে প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং নিরাপত্তা ঘাটতি নিয়ে তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

২০২৪ সালের এই ঘটনা নারী নিরাপত্তা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর মানুষের আস্থার সংকটের প্রতীক হয়ে ওঠে। একটি শীর্ষ সরকারি মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এমন নৃশংস ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড় ব্যর্থতা তুলে ধরে বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। অভিযোগ, তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট দ্রুততা বা কার্যকারিতা দেখা যায়নি। পরে কলকাতা হাইকোর্ট-এর নির্দেশে তদন্তভার যায় কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো-এর হাতে।

এই ঘটনার জেরে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমেই বাড়তে থাকে। হাসপাতাল প্রশাসনের গাফিলতি, তথ্য গোপনের অভিযোগ এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নিহত চিকিৎসকের পরিবার ও নাগরিক সমাজ শুধু অপরাধীদের শাস্তি নয়, প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার দাবিও তোলে।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলেও এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। কাশীপুর-বেলগাছিয়া এবং পানিহাটি কেন্দ্রের ফলাফল নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে।

এদিকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গত সপ্তাহে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে তিন আইপিএস আধিকারিকের সাসপেনশনের ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরকারের অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, নিরাপত্তা ঘাটতি, কর্মী ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগগুলি আদৌ এই ঘটনার সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল কি না।

সমালোচকদের একাংশের মতে, প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হওয়ায় স্বাস্থ্য ও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত ব্যর্থতার দায়ও তৎকালীন সরকারের উপর বর্তায়। অন্যদিকে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে অতীতে প্রশাসনিক দায়িত্ব এড়ানোর অভিযোগও উঠেছে।

এই ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা, হাসপাতাল নিরাপত্তা এবং পুলিশি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

জিটিএ-র কার্য্যক্রমে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২০ মে: উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে গোরখাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর কার্য্যক্রমে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই ঘোষণা করেন।

বর্তমানে জিটিএ পরিচালনা করছে অনীত থাপা প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। অনীত থাপা জিটিএ-র চিফ এক্সিকিউটিভ পদে রয়েছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিজিপিএম তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগী দল।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে জিটিএ-র কাজকর্মে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তবে তৎকালীন সরকার সেই অভিযোগগুলিকে গুরুত্ব দেয়নি, কারণ বিজিপিএম ছিল শাসকদলের মিত্র।

তিনি বলেন, "জিটিএ-র দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত শুরু হবে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকও জিটিএ-তে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। সেগুলিও খতিয়ে দেখা হবে। নতুন সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতার নীতি নিয়েছে এবং জিটিএ-র ক্ষেত্রেও সেই নীতি কার্যকর হবে।"

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন সংক্রান্ত যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আগামী এক বছরের মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে।

তিনি আরও জানান, আগামী জুলাই মাসে তিনি আবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন। সেই সফরের আগে উত্তরবঙ্গের বিজেপি কর্মীদের স্থানীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব সংগ্রহ করে রাখার আহ্বান জানান তিনি।

বুধবার রাজধানী আগরতলায় এসইউসিআই'র প্রতিবাদ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আমে কী কী পুষ্টি থাকে

পুষ্টিবিদদের মতে, পাকা আমে থাকে এই উপাদানগুলো হজম শক্তি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং শরীরকে সতেজ রাখে। আমের গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা চোখের দৃষ্টি শক্তি ভালো রাখে ত্বক উজ্জ্বল ও সুস্থ রাখে হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে

কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় লিভারের কার্যকারিতা বাড়ায় শরীরে শক্তি যোগায় কিছু গবেষণায় ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক বলেও উল্লেখ আছে দিনে কতটা আম খাওয়া নিরাপদ পুষ্টিবিদদের মতে একজন সুস্থ মানুষ দিনে ১ থেকে ২টি মাঝারি আম খেতে পারেন ফজলি আম তুলনামূলক বেশি উপকারী বলে ধরা হয়

অতিরিক্ত খেলে ক্যালরি ও শর্করা বেড়ে শরীরে ফ্যাট জমতে পারে চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবেটিস রোগীরা একেবারেই আম খেতে পারবেন নাএটা ঠিক নয়। তবে পরিমাণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। দিনে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম আম খাওয়া যেতে পারে একবারে বেশি না খেয়ে অল্প করে ভাগ করে খাওয়া ভালো খাবারের ২ ঘণ্টা পর আম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় একটি ছোট আম বা অর্ধেক মাঝারি আম নিরাপদ হিসেবে ধরা হয় অতিরিক্ত আম খেলে কী হয় ওজন বেড়ে যেতে পারে শরীরে অতিরিক্ত শর্করা ফ্যাটে রূপ নিতে পারে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হতে পারে তবে পরিমিত খেলে এসব ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। পুষ্টিবিদদের মতে, আম একদিকে যেমন পুষ্টিকর ও উপকারী, অন্যদিকে অতিরিক্ত খেলে সমস্যা তৈরি করতে পারে। তাই "পরিমাণই আসল চাবিকাঠি"এই নিয়ম মেনে খেলে আম শুধু স্বাদ নয়, শরীরের জন্যও দারুণ উপকারী একটি ফল।

জিম-ডায়েটকেও টেক্কা দেবে জীবনযাত্রার কিছু বদল

জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরানো বা ক্র্যাশ ডায়েট করার পরও ওজন কমছে না? আসলে ওজন কমানোর আসল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে রোজকার ছোট ছোট অভ্যাসের মধ্যে। লাইফস্টাইলের এই সহজ বদলগুলিই আপনাকে চটজলদি মেদ ঝরাতে সাহায্য করবে।

ওজন কমানো যেন এক অন্তহীন যুদ্ধ। মেদ ঝরাতে অনেকেই জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরান, কেউ আবার পছন্দের সব খাবার ত্যাগ করে ক্র্যাশ ডায়েট শুরু করে দেন। কিন্তু এত কষ্টের পরেও কি মনের মতো ফল মিলছে? আসলে, ওজন কমার আসল চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ছোট ছোট অভ্যাসের মধ্যে। লাইফস্টাইলের কিছু সাধারণ ভুলভ্রান্তির কারণেই থমকে যায় মেদ ঝরার প্রক্রিয়া। আজ থেকেই যদি রোজকার রুটিনে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন, তবে কোনও বাড়তি মানসিক চাপ ছাড়াই শরীরকে ফিট ও চাঙ্গা রাখা সম্ভব। জেনে নিন এমন ৭টি সহজ কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী অভ্যাসের কথা, যা দ্রুত ওজন কমাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে: ১.দিনের শুরুতেই ধোঁয়া ওঠা চা বা কফির কাপে চুমুক দেওয়া অনেকেরই স্বভাব। তবে মেদ ঝরাতে চাইলে এই অভ্যাস বদলানো জরুরি। সকালের জলখাবারে রাখুন ডিম, টকদই, দুধ, পনির বা ডালের মতো উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার। গবেষণা বলছে, প্রোটিন সমৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট শরীরে দীর্ঘক্ষণ শক্তির জোগান দেয় এবং পেট ভরিয়ে রাখে। ফলে অসময়ে আজেবাজে জিনিস খাওয়ার প্রবণতা একধাক্কায় অনেকটাই কমে যায়। ২. বিখ্যাত স্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট 'হেল্‌থলাইন'-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুপুরের বা রাতের প্রধান খাবার খাওয়ার ১৫ থেকে ২০ মিনিট আগে এক গ্লাস জল খাওয়া অত্যন্ত উপকারী। এতে শরীর যেমন হাইড্রেটেড থাকে, তেমনই পাকস্থলী আংশিক পূর্ণ থাকায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার ঝুঁকি কমে যায়।

৩. এক জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাজ করার অভ্যাস ওজন বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। তাই জিম না করলেও সারাদিন শরীরকে কোনও না কোনও উপায়ে সচল বা অ্যাক্টিভ রাখুন। লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করা, কাজের ফাঁকে একটু উঠে দাঁড়ানো বা হালকা স্ট্রেচিং করার মতো ছোট ছোট পদক্ষেপও ক্যালোরি ঝরাতে দারুণ সাহায্য করে। ৪.অফিসের টেবিলে বা বাড়িতে বসে কাজের ফাঁকে চিপস, বিস্কুটে কামড় দেওয়া আমাদের চেনা অভ্যাস। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই 'আনমাইন্ডফুল স্ন্যাকিং' ওজন বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। তাই মুখে কিছু তোলার আগে মাত্র এক মিনিট ভাবুন, সত্যিই কি আপনার খিদে পেয়েছে নাকি এটা শুধুই মনের ইচ্ছে? এই একটি প্রশ্নের উত্তরই আপনাকে অনেক বাড়তি ক্যালোরি গ্রহণ থেকে বাঁচিয়ে দেবে। ৫. খিদে পেলে হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, মানুষ সেটাই খেয়ে ফেলে। এই সমস্যার সমাধানে ফল, ড্রাই ফ্রুটস বা পুষ্টিকর স্ন্যাকস এমন জায়গায় রাখুন যা সহজেই চোখের সামনে পড়ে। উল্টোদিকে, ভাজাভুজি বা কোল্ড ড্রিঙ্কস চোখের আড়ালে রাখুন। সামনে ভালো খাবার থাকলে অস্বাস্থ্যকর জিনিস খাওয়ার ইচ্ছে এমনিতেই মরে যায়। ৬. খুব দ্রুত খাবার শেষ করার অভ্যাস পরিপাক ক্রিয়ার দফারফা করে দেয়। খাবার সবসময় ভালো করে চিবিয়ে এবং সময় নিয়ে খাওয়া উচিত। এতে হজম প্রক্রিয়া ভালো হয় এবং পেট যে ভরে গিয়েছে, সেই সংকেত মস্তিষ্ক দ্রুত পায়। ফলে কম খেয়েও তৃপ্তি আসে। ৭.দুপুর বা রাতে ভারী খাবার খাওয়ার পরপরই বিছানায় শুয়ে পড়ার অভ্যাস মারাত্মক ক্ষতিকর। এর বদলে খাওয়ার পর অন্তত ১০ মিনিট হালকা পায়চারি বা ওয়াক করুন। এতে খাবার দ্রুত হজম হয়, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং শরীরে মেদ জমার সুযোগ পায় না।

খালি গায়ে ঘুমনো কি আদৌ স্বাস্থ্যকর

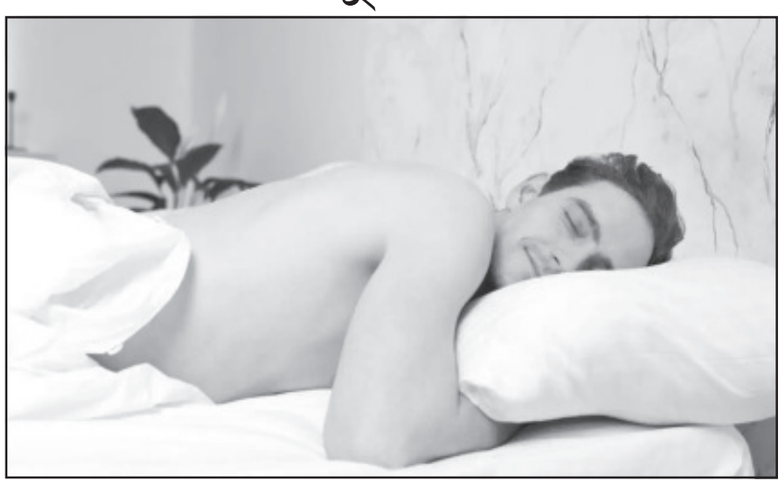

কেউ আবার রাতে ঘুমনোর সময় শরীর থেকে পোশাকের বোঝা যতটা সম্ভব কমিয়ে ফেলেন। বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে রাতে খালি গায়ে ঘুমনোর অভ্যাস অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ঘুম বিশেষজ্ঞরা এই অভ্যাস সম্পর্কে ঠিক কী বলছেন? খালি গায়ে ঘুমনো কি শরীরের জন্য ভালো, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে কোনও স্বাস্থ্যঝুঁকি? সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতে কম পোশাকে বা খালি গায়ে ঘুমনোর বেশ কিছু চমকপ্রদ স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে। তবে এর কিছু নেতিবাচক দিকও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১. শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও গভীর ঘুম: আমাদের দ্রুত ও গভীর ঘুমে যাওয়ার জন্য শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা কিছুটা কমে যাওয়া প্রয়োজন। চিকিৎসকদের মতে, খালি গায়ে শুলে শরীরের তাপমাত্রা প্রাকৃতিকভাবেই দ্রুত হ্রাস পায়। এটি মস্তিষ্ককে সংকেত পাঠায় যে এখন ঘুমের সময় হয়েছে। ফলে অনিদ্রা বা ইনসোমনিয়ার সমস্যা কমে এবং ঘুম গভীর হয়। ২. ত্বকের স্বাস্থ্য ও শ্বসন: সারাদিন আঁটসাঁটো পোশাকের নিচে আমাদের ত্বক সঠিকভাবে বাতাস পায় না। রাতে খালি গায়ে শুলে ত্বক সরাসরি বাতাসের সংস্পর্শে আসে এবং 'শ্বাস' নিতে পারে। বিশেষ করে কুঁচকি, বগল বা স্তনের নিচের অংশে যেখানে ঘাম বেশি জমে, সেখানে ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। ৩. মানসিক চাপ ও উদ্বেগ হ্রাস: গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ত্বকের সঙ্গে বিছানার নরম চাদরের সরাসরি স্পর্শে শরীরে 'অক্সিটোসিন' বা 'ফিল গুড' হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে। একই সাথে এটি মানসিক চাপের হরমোন 'কর্টিসল'-এর মাত্রা কমিয়ে আনে। ফলে মন শান্ত হয় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৪. ওজন নিয়ন্ত্রণ ও মেটাবলিজম: ঠান্ডা বা শীতল পরিবেশে ঘুমনো শরীরের বিপাক হার বা মেটাবলিজম বাড়াতে সাহায্য করে। শরীর যখন কিছুটা ঠান্ডা থাকে, তখন তাপমাত্রা ধরে রাখতে অভ্যন্তরীণ 'ব্রাউন ফ্যাট' সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ক্যালোরি বার্ন করতে শুরু করে, যা পরোক্ষভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

উপকারিতা থাকলেও চিকিৎসকেরা কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন-

ধুলোবালি ও অ্যালার্জি: খালি গায়ে শুলে বিছানার চাদরে থাকা ধুলোবালি, মৃত চামড়া এবং 'ডাস্ট মাইট' সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে আসে। যাঁদের কোল্ড অ্যালার্জি বা ত্বকে র‍্যাশের সমস্যা আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি চুলকানি বা হাঁচির উদ্রেক করতে পারে। এসির তাপমাত্রা ও ঠান্ডা লাগা: অনেকেই এসি বা ফ্যানের তীব্র বাতাসের নিচে খালি গায়ে শুয়ে পড়েন। ভোরের দিকে যখন আবহাওয়া প্রাকৃতিকভাবেই কিছুটা ঠান্ডা হয়, তখন খালি গায়ে সরাসরি ঠান্ডা বাতাস লেগে সর্দি-কাশি বা পেশিতে টান ধরার সমস্যা হতে পারে। বিছানার পরিচ্ছন্নতা: যারা খালি গায়ে ঘুমান, তাদের বিছানার চাদর ও বালিশের কভার সাধারণের তুলনায় অনেক দ্রুত নোংরা হয়। কারণ শরীরের ঘাম ও তেল সরাসরি চাদরে শোষিত হয়। তাই প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুবার চাদর পরিষ্কার করা জরুরি।

একান্ত আলাপচারিতায় টলিউড সুপারস্টার চিরঞ্জিতের সঙ্গে

বাংলা চলচ্চিত্র সিনেমার অন্যতম পরিচিত মুখ অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। যিনি তাঁর সুদক্ষ অভিনয় ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে রুপোলি পর্দার দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। চতুষ্কোণ, বস, মনিহার, কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, সংসার সংগ্রাম, রক্তনদীর ধারা, মাস্টার মশাই সহ বহু সিনেমা, ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে তিনি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। ৮ থেকে ৮০ রুপোলি পর্দার এই নায়কের অভিনয় দেখতে সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। সম্প্রতি টলিউডের এই সুপারস্টারের সঙ্গে কথা বললেন অদিতি চট্টোপাধ্যায়।

সোনায় সোহাগা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ। তারপর একে একে ইনক্লাব, প্রেম প্রতিজ্ঞা, বস্তির মেয়ে রাধা, সিঁদুর খেলা, বেদের মেয়ে জোস্না, ইনকিলাব, ভয় পরপর হিট ছবি। ধারাবাহিক এই সাফল্যের বিষয়টা একটু বলুন প্লিজ।

সে সময়ে আমাদের ছবিগুলো মানুষের ভালো লেগেছে। আড়াইশো থেকে তিনশো ছবি রয়েছে। বেশিরভাগ ছবিই হিট। আপনার সময় অভিনয়ের ধরন ধারন আর এখনকার অভিনয়ের মধ্যে তফাৎটা ঠিক কোথায় ? কোথায় ঠিক ফাঁকফোঁকর রয়ে গিয়েছে বলে আপনার মনে হয়? এখন রিয়েলস্টিক অভিনয় হয়। আগে সাধারণ মানুষদের জন্য অভিনয় করতো আর্টিস্টরা, সাধারণ মানুষের রিঅ্যাকশন কি হয় সেটা দেখা হত। এখন ডিরেক্টরের ভালোলাগা, অভিনেতার ভালো লাগার ব্যাপার থাকে। আগে অন্য লোকের মনোরঞ্জনের জন্য চেষ্টা করা হত। এখন নিজের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা হয়, সেই জন্যই এখনকার ছবি অত চলে না, আগেকার ছবি যেমন চলতো।

সদ্য তালসারীতে শুটিং করতে গিয়ে প্রয়াত হয়েছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। নিরাপত্তার গাফিলতি না অন্য কিছু কী বলে মনে হয় আপনার ?

নিরাপত্তার গাফিলতি অভিনেতা রাহুলের মৃত্যুকে ঘিরে চারিদিক থেকে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। সঠিকভাবে তদন্ত হলে কি সত্য ঘটনা সামনে আসবে। কী মনে হয় ? ঘটনার তদন্তের ফলে সত্যিটা বেরিয়ে আসুক। রাহুলের সন্তান, স্ত্রী, পুরো পরিবারের মুখের দিকে চেয়ে আমরা ইন্ডাস্ট্রির সকলে চাই সত্যি তথ্যটা সামনে বেরিয়ে আসুক। আপনার সময় শুটিং চলাকালীন ইনডোর-আউটডোর শুটিংয়ের নিরাপত্তা আর এখনকার নিরাপত্তার তফাৎ ঠিক কোথায় ? তফাৎ কিছু নেই, একই প্রায় ছিল এখন কিছু জিনিস এক্সট্রাঅডিনারি হয়। ডিরেক্টররা যেটা চায় এটা তখনকার সময় হত না। সময় পাল্টে গেছে, যন্ত্র পাল্টে গেছে, স্পিড অনেক বেড়ে গেছে। সেই জন্য অনেক যান্ত্রিক হয়ে গেছে। রাহুলের জলে নামার দরকারই ছিল না। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মাধ্যমেই দৃশ্যটি করা যেত। সেটা না করে এইভাবে শুটিং করতে গেল আর আচমকার ঢেউ এসে গেল। যখনই জোয়ার এসে গেল তখনই জল থেকে উঠে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু ওরা তখনও ড্রোন নিয়ে শট নিচ্ছিল, এটা টু মাছ বাড়াবাড়ি। সাবধানতা অবলম্বন না করায় এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। পরিচালক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী না অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। কাকে বেশি এগিয়ে রাখবেন ? পরিচালক। পরিচালকের খাটনি বেশি, তাঁকে ডিরেকশন দিতে হয়, স্ক্রিপ লিখতে হয়, শর্ট দেওয়ার কথা বলতে হয়। আপনি নিজেও প্রথম জীবনে দেশ পত্রিকা সহ টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেকালের সাংবাদিকতা আর একালের সাংবাদিকতার মধ্যে তফাৎ ঠিক কোথায় ?

মাএ ১৮ বছর বয়সে সত্যজিৎ রায়ের সন্দেশ পত্রিকার কভার পেজ করেছি। যা খুবই সম্মানের বিষয়। দেশ ছাড়াও জুনিয়র স্টেটম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখতাম। পাশাপাশি ছবিও আঁকতাম। এখন বড্ড বেশি সাংবাদিক হয়ে গেছে। অবসর সময় কাটে কী করে ? বই পড়তে ভালো লাগে। টিভি, ইউটিউব দেখতে ভালো লাগে। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি। আপনিও নিজেও তো লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। বইয়ের সংখ্যা কত ?

বই লিখিনি সেরকমভাবে। তবে আমার 'প্রসঙ্গ চিরঞ্জিত' ও 'সান্নিধ্যে চিরঞ্জিত' নামে দুটি বই লেখা হয়েছে। বই দুটিতে যেমন ইন্ডাস্ট্রির বহু অভিনেতা অভিনেত্রী ডিরেক্টররা তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। তেমনি আমার সম্পর্কেও বহু তথ্য জানা যাবে এই দুটি বইয়ের মাধ্যমে। এছাড়াও একটি বইয়ের কাজ চলছে।

ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগান ?

মোহনবাগান। উত্তম কুমার না অমিতাভ বচ্চন ? দুজনেই ভীষণ গুণী মানুষ। ইলিশ মাছ না গলদা চিংড়ি ? দুটোই ভালো লাগে।

পাহাড়, সমুদ্র না জঙ্গল ?

পাহাড়। নতুন কোন প্রজেক্টে কাজ করছেন?

স্ক্রিপ্ট পড়ার কাজ চলছে। হাটি হাটি পা পা এর কাজ শেষ হয়েছে। নিকষছায়া, রয়েল বেঙ্গল রহস্য নামে দুটি ওটিপি করলাম। এছাড়াও বিজয়নগরের হিরেতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (বুম্বা) এর সঙ্গে কাজ করলাম।

নতুন নতুন ছেলে মেয়েরা আগামীদিনে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে আসবেন। তাদের কি বলবেন ? অ্যাক্টিং করতে হবে, সাজগোজ, স্টাইল, ফ্যাশনের দিকে বেশি না ঝুঁকে। আমি যে ইন্ডাস্ট্রিতে ৫০ বছর বয়ে গিয়েছি এর জন্য আমাকে অনেক খাটতে হয়েছে। সৌমিত্রদা, উত্তম দা, রঞ্জিত মল্লিক, বুম্বা রয়ে গিয়েছে এই কঠোর পরিশ্রমের জন্য। অভিনয় করতে হবে।

টোটাল সিনেমার সংখ্যা কত ?

২৫০ থেকে ৩০০ আগামী দিনে কী ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ? মেজর সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকতে হবে। আগামী দিনে সব ধরনের সতর্কতাইগ্রহণ করতে হবে।

শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়ামেই মুক্তি মিলবে মানসিক চাপের

মানসিক চাপ কমানোর উপায় খুঁজছেন? দৈনন্দিন ব্যস্ততা আর উদ্বেগের কারণে শরীর ও মনের ওপর যে ধকল যায়, তা নিমেষেই দূর করতে পারে সঠিক নিয়মে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম। প্রাচীন যোগব্যায়াম এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে তৈরি এই ৫টি সহজ ব্রিদিং এক্সারসাইজ মাত্র কয়েক মিনিটে স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করবে এবং কর্টিসল বা স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমিয়ে এনে দেবে এক অদ্ভুত প্রশান্তি।

জীবনযাপনের ব্যস্ততায় মানসিক চাপ বা স্ট্রেস এখন নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি দারুণ এবং সহজ উপায় লুকিয়ে রয়েছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেই। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, মাত্র কয়েক মিনিটের সঠিক ব্রিদিং এক্সারসাইজ শরীর ও মনকে নিমেষেই শান্ত করতে পারে। স্ট্রেস দূর করার অন্যতম সেরা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত একটি পদ্ধতি হল "সাইক্লিক সাইং"। এক্ষেত্রে প্রথমে নাক দিয়ে একটি দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে ফুসফুস সম্পূর্ণ প্রসারিত করতে আরও একটি ছোট শ্বাস নিতে হবে। এরপর মুখ দিয়ে খুব ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বাতাস বাইরে বের করে দিলে স্ট্রেস দ্রুত কমে যায়। মনোযোগ বাড়াতে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে মুহূর্তের মধ্যে শান্ত করতে "বক্স ব্রিদিং" অত্যন্ত কার্যকরী একটি মাধ্যম। মার্কিন নেভি সিল কম্যান্ডোরা তীব্র চাপের মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণে থাকতে এই পদ্ধতিটি নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন। এটির নিয়ম হল চার সেকেন্ড শ্বাস নেওয়া, চার সেকেন্ড তা ধরে রাখা, চার সেকেন্ড ধরে ছাড়া এবং আবার চার সেকেন্ড অপেক্ষা করা।

অ্যাংজাইটি বা তীব্র দুশ্চিন্তার সময় চিকিৎসকেরা অনেক সময়ই "৪-৭-৮ ব্রিদিং" পদ্ধতিটি অনুশীলনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই ব্যায়ামের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে চার সেকেন্ড ধরে নাক দিয়ে গভীর শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। তারপর সাত সেকেন্ডের জন্য সেই শ্বাস ধরে রেখে পরবর্তী আট সেকেন্ড সময় নিয়ে মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে তা ছাড়তে হবে। মনে মনে মন শান্ত করার ছবি ভাবতে থাকুন প্রতিটি ক্ষেত্রেই। হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে "কোহেরেন্ট ব্রিদিং" বা সমমাত্রার শ্বাস-প্রশ্বাস দারুণ কাজ করে। এক্ষেত্রে সোজা হয়ে বসে বা শুয়ে কোনো তাড়াহুড়ো না করে অত্যন্ত মৃদু ও স্বাভাবিকভাবে শ্বাস সচল রাখতে হবে। কোনও রকম বিরতি না দিয়ে পাঁচ সেকেন্ড ধরে শ্বাস নেওয়া এবং ঠিক পাঁচ সেকেন্ড ধরে তা ত্যাগ করাই এর মূল নিয়ম।

কোহেরেন্ট ব্রিদিংয়ের মতোই আরেকটি চমৎকার এবং সহজ প্রক্রিয়া হল "এ৫২ ব্রিদিং মেথড"। প্রথমে নাক দিয়ে পাঁচ সেকেন্ড ধরে গভীর শ্বাস পেটের ভেতর টেনে নিতে হবে এবং কোনো বিরতি ছাড়াই পাঁচ সেকেন্ড ধরে তা ছাড়তে হবে। ছাড়ার পর মাত্র দুই সেকেন্ডের জন্য স্থির থেকে আবার নতুন করে এই চক্রটি শুরু করতে হবে। এই সমস্ত ব্রিদিং টেকনিকের মূল চাবিকাঠি হল খুব ধীরে ধীরে এবং মনোযোগের সঙ্গে শ্বাস বাইরে বের করে দেওয়া। যখন দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করা হয়, তখন শরীর "রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট" মোডে চলে যায়। এর ফলে হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হয়, রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ে এবং শরীরের ভেতরের প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন অনেকটাই কমে।

প্রতিদিন মাত্র ৩ থেকে ৫ মিনিট এই শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামগুলো অভ্যাস করলেই অভূতপূর্ব উপকার পাওয়া সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে, গর্ভবতী নারী বা হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে এগুলো করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। অন্যথায়, সুস্থ ও ফুরফুরে মনের অধিকারী হতে আজ থেকেই যেকোনও একটি পদ্ধতি বেছে নিয়ে নিয়মিত চর্চা শুরু করে দিন।

মোদির ইতালি সফর নিয়ে রাহুলের মন্তব্যে পাল্টা আক্রমণ পীযূষ গোয়েলের

নয়াদিল্লি, ২০ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইতালি সফর নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর কটাক্ষের জবাবে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বুধবার তিনি অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধী যেন "ভারত এবং 'মেড ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন।"

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে পীযূষ গোয়েল বলেন, "রাহুল গান্ধী কেন ভারত এবং ভারতে তৈরি সবকিছুকে এত ঘৃণা করেন?"

তিনি আরও দাবি করেন, "'মেড ইন ইন্ডিয়া' এবং 'লোকাল গোজ গ্লোবাল'-এর মাধ্যমে আজ ভারত বিশ্বের অন্যতম নির্ভরযোগ্য গন্তব্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু কংগ্রেস ভারতের প্রতিটি সাফল্যেই সমস্যা খুঁজে পায়।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত এখন বিশ্বজুড়ে সম্মান, বিনিয়োগ এবং আস্থা অর্জন করছে, যা বহু দশকের অপেক্ষার ফল। "এই সাফল্যই রাহুল গান্ধী সহ্য করতে পারছেন না," মন্তব্য গোয়েলের।

প্রসঙ্গত, রাহুল গান্ধী এক্স-এ পোস্ট করে কটাক্ষ করেছিলেন যে, দেশ যখন অর্থনৈতিক ঝড়ের মুখোমুখি, তখন প্রধানমন্ত্রী ইতালিতে গিয়ে "মিষ্টি বিলি" করছেন।

উল্লেখ্য, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে ভারতের জনপ্রিয় টফি 'মেলোডি'-র একটি প্যাকেট উপহার দেন। পরে মেলোনি সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁকে ওই উপহার দিতে দেখা যায়।

'মেলোডি' শব্দটি সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং জর্জিয়া মেলোনির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ঘিরে তৈরি হওয়া একটি ভাইরাল শব্দ। 'মেলোনি' এবং 'মোদি' এই দুই পদবির অংশ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে 'মেলোডি'। জি-২০ সম্মেলন এবং দুবাইয়ে কপ-২৮ সম্মেলনের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে দুই নেতার উষ্ণ সম্পর্কের ছবি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কপ-২৮ সম্মেলনে মেলোনি মোদির সঙ্গে একটি সেলফি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছিলেন, "সিওপি২৮-এ ভালো বন্ধুরা। #মেলোডি।

বর্তমানে পাঁচ দেশের ইউরোপ সফরের শেষ পর্যায়ে ইতালিতে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। মঙ্গলবার রাতে রোমে পৌঁছে তিনি মেলোনির সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেন এবং পরে ঐতিহাসিক কলোসিয়াম পরিদর্শন করেন। দুই নেতার মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বুধবার তাঁদের আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও নির্ধারিত রয়েছে।

৩০ মে পুনেতে এনডিএ-র পাসিং আউট প্যারেড পর্যালোচনা করবেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী

পুনে, ২০ মে (আইএএনএস): আগামী ৩০ মে পুনের খড়কওয়াসলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক খেতারপাল প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হতে চলা জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমি-র ১৫০তম কোর্সের পাসিং আউট প্যারেড (পিওপি) পর্যালোচনা করবেন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

এই মর্যাদাপূর্ণ পাসিং আউট প্যারেডের মাধ্যমে ২০২৬ সালের স্প্রিং টার্ম প্রশিক্ষণ পর্বের সমাপ্তি ঘটবে। কঠোর একাডেমিক, শারীরিক এবং সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার প্রায় ৩৫৫ জন ক্যাডেট স্নাতক হবেন।

অনুষ্ঠানে 'রিভিউয়িং অফিসার' হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। তিনি জাঁকজমকপূর্ণ প্যারেড পরিদর্শন করবেন, যা ক্যাডেটদের সামরিক প্রশিক্ষণের পরবর্তী ধাপে আনুষ্ঠানিক প্রবেশের প্রতীক।

পাসিং আউট প্যারেডের আগে ২৯ মে এনডিএ-র হাবিবুল্লাহ হল-এ ১৫০তম কোর্সের সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ক্যাডেটদের শিক্ষাগত সাফল্যও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

এই সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পুদুচেরির প্রাক্তন উপরাজ্যপাল কিরণ বেদী। তিনি স্নাতক হতে চলা ক্যাডেটদের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন।

বর্তমানে অনিল জাগ্গি-র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি দেশের অন্যতম প্রধান ত্রি-সেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরিতে এনডিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিশ্বের অন্যতম সেরা সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত এনডিএ-তে কঠোর শিক্ষাক্রম, শারীরিক প্রশিক্ষণ এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সামরিক নেতাদের প্রস্তুত করা হয়।

পাসিং আউট প্যারেডে থাকবে পূর্ণাঙ্গ সামরিক প্রদর্শনী মার্চিং কন্টিনজেন্ট, রিভিউয়িং অফিসারের পরিদর্শন, পদক ও পুরস্কার প্রদান, পাশাপাশি বিমান ও হেলিকপ্টারের ফ্লাই-পাস্টও অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত 'অন্তিম পগ', যা ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ জীবনের শেষ পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যৎ সামরিক দায়িত্বের পথে যাত্রার প্রতীক।

এই অনুষ্ঠান শুধু ক্যাডেটদের জন্য নয়, তাঁদের পরিবার, প্রশিক্ষক এবং সামগ্রিক প্রতিরক্ষা মহলের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবেগঘন এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

অসম বিধানসভায় আনা হবে ইউসিসি বিল, জুনের প্রথম সপ্তাহে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ইঙ্গিত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ২০ মে (আইএএনএস): আগামী বিধানসভা অধিবেশনে অভিন্ন দেওয়ানি আইন বিল আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে অসম সরকার। পাশাপাশি জুনের প্রথম সপ্তাহে রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণও হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমে ইউসিসি আইন কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকেই সরকার এগোচ্ছে এবং তিনি আশাবাদী যে বিলটি বিধানসভায় পাস হবে।

মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "জুনের প্রথম সপ্তাহে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হতে পারে। ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।"

আগামী বিধানসভা অধিবেশন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বৃহস্পতিবারের অধিবেশনের শুরুতেই নতুন স্পিকার নির্বাচন করা হবে।

তাঁর কথায়, "আগামীকাল বিধানসভার প্রথম দিন। সেদিনই আমাদের নতুন স্পিকার নির্বাচিত হবেন।"

একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, চলতি অধিবেশনেই ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল পেশ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই বিধানসভা অধিবেশনেই আমরা ইউসিসি বিল আনব এবং তা পাস করব। অনেক আগেই আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমি মুখ্যমন্ত্রী হলে প্রথম অধিবেশনেই ইউসিসি পাশ করব। আমরা সেই দিকেই এগোচ্ছি।"

প্রস্তাবিত ইউসিসি বিল ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শাসক বিজেপির দাবি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সমান দেওয়ানি আইন নিশ্চিত করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে বিরোধীরা ব্যক্তিগত আইন এবং প্রথাগত সামাজিক রীতিনীতির উপর এর প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। তবে প্রস্তাবিত আইনের নির্দিষ্ট ধারাগুলি কী হবে বা ঠিক কবে বিলটি বিধানসভায় তোলা হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি মুখ্যমন্ত্রী।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং শাসনব্যবস্থায় একরূপতা আনতে একাধিক আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কার চালু করেছে অসম সরকার।

জোধপুর থেকে বেঙ্গালুরুগামী বাসে ভয়াবহ আগুন চালকের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন ১৬ যাত্রী

জয়পুর, ২০ মে (আইএএনএস): রাজস্থানের জোধপুর থেকে কর্নাটকের বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা হওয়া একটি বেসরকারি ট্রাভেল সংস্থার বাসে আগুন লেগে বড়সড় দুর্ঘটনা অল্পের জন্য এড়ানো গেল। চালকের উপস্থিত বুদ্ধি ও দ্রুত পদক্ষেপে বাসের ১৬ জন যাত্রীকে নিরাপদে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়।

মঙ্গলবার রাতে পালি রোডের ডি-মার্টের কাছে এই ঘটনা ঘটে। এমআর ট্রাভেলসের বাসটি ঝালামান্ড এলাকা পেরিয়ে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর হঠাৎই বাসের ইঞ্জিন অংশ থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরোতে শুরু করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসে ধোঁয়া এবং আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে চালক দ্রুত বাসটিকে রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে দেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই মূল দরজা দিয়ে সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনেন। বেশিরভাগ যাত্রী নিজেদের জিনিসপত্র বাঁচাতে পারলেও কয়েকজনের লাগেজ সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। পরে আগুন দ্রুত গোটা বাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং দমকল পৌঁছানোর আগেই বাসের অধিকাংশ অংশ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

বিবেক বিহার থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) দিলীপ খাড়াভ জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকলের দল।

প্রধান দমকল আধিকারিক জলজ ঘাসিয়া জানান, আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর বাসনি ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি এবং শাস্ত্রী নগর ফায়ার স্টেশন থেকে একটি দমকল ইঞ্জিন পাঠানো হয়। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। উদ্ধারকাজ চলাকালীন প্রায় ৩০ মিনিট পালি রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে ক্রেনের সাহায্যে পুড়ে যাওয়া বাসটি রাস্তা থেকে সরিয়ে বিবেক বিহার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ইঞ্জিনের তারের কাছে অতিরিক্ত তাপ বা শর্ট সার্কিটের কারণে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। আধিকারিকদের মতে, বাসটি ইউরো-৬ শ্রেণির ছিল এবং দেশের অন্য কয়েকটি রাজ্যেও একই ধরনের বাসে ইঞ্জিন অংশে আগুন লাগার ঘটনা সামনে এসেছে। দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে ঘটনার সঠিক কারণ জানতে বিস্তারিত প্রযুক্তিগত তদন্ত শুরু হয়েছে।

PNIeT NO: 3780/F.14/Comn/2026-27 Dated: 18/05/2026

e-Tenders in two bids system (both Technical & Commercial bid) are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from reputed, experienced, qualified and eligible firms / OEM or authorized dealers / suppliers/contractors for Supply of the Control Unit (Bosch) for PA System. Estimated Cost / Tender Value's. Rs.2,50,000/- Document Download and Bid Submission End Date & Time 05-06-2026, 1500 Hrs Bid Opening Date (Technical bid) on 06-06-2026, 1200 Hrs. Financial bids will be opened after evaluation of technical. Place of bidding https://tripuratenders.gov.in.

Bid documents consisting of qualification information and eligibility criteria of bidders, specifications, and the set of terms and conditions of the contract to be complied by the bidder can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in between 22-05-2026 at 1500 hrs. to 05-06- 2026 at 1500 hrs.

Sd/-
Superintendent of Police (Communication,)
Tripura, Agartala.
ICA/C-511/26

NOTIFICATION

Applications are hereby invited through Beneficiary Management System (BMS) portal for One Time Financial Support (OTFS) for eligible ST Students (Regular and Lateral of academic year 2024-25) of Tripura.

2. Rate of Scholarship:

Course	Rate of one Time Financial Support
As mentioned in Annexure-A (Available at Departmental Website)	Rs. 1,00,000/- (To be disbursed in 2 installments@Rs 50,000/- each)

3. **Eligibility and Steps of application:** Detailed eligibility and step of applications of the Scheme and Annexure-A is available in Departmental Website (https://twd.tripura.gov.in/)

4. **Where to Apply:**
All Eligible ST students must apply through the Beneficiary Management System (BMS) Portal https://bms.tripura.gov.in through **Citizen Login.**

5. **Important Dates:**

User/Role	Important Dates (For both Regular and Lateral
Maker/Student's Application	15th May 2026 to 30th June 2026
Checker/Verification	15th May to 31st July 2026
Approver/Approval	15th May to 30th September 2026

Sd/-
Subhasis Das, (TCS SSG)
Director of Tribal Welfare
ICA/D-216/26

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত ১৭টি সম্পত্তিতে নোটিস পাঠানোর বিষয়ে জানেন না: দাবি কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের

কলকাতা, ২০ মে (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী-র মালিকানাধীন বা সহ-মালিকানাধীন বলে দাবি করা ১৭টি সম্পত্তি নিয়ে তদন্ত শুরু এবং নোটিস পাঠানোর বিষয়ে কোনও ধারণা নেই বলে দাবি করলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

জানা গিয়েছে, কলকাতা পৌরসভা ১৯৮০ সালের কেএমসি আইনের ৪০০(১) ধারায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বা তাঁর সঙ্গে যুক্ত ১৭টি সম্পত্তিতে নোটিস পাঠিয়েছে। এই ধারায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে সম্পত্তির মালিকদের পুর কর্তৃপক্ষের সামনে নিজেদের বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়।

তবে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "কেএমসি আইনের অধীনে আমি শুধুমাত্র নীতিনির্ধারক। এই ধরনের নোটিসের বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই। কেউ আমাকে এ বিষয়ে কিছু জানায়নি।"

তিনি আরও স্পষ্ট করে জানান, এই ধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মেয়রের নয়, বরং কেএমসি কমিশনারের হাতে থাকে।

ফিরহাদ হাকিম বলেন, "কোনও বাড়ি ভাঙা হবে কি না, তা ঠিক করার ক্ষেত্রে কেএমসির বিল্ডিং বিভাগের উপর মেয়রের কোনও প্রভাব নেই। পদাধিকার বলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমিশনারের রয়েছে।"

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র বাসভবনে নবনির্বাচিত তৃণমূল বিধায়কদের বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওরা যা খুশি করুক। নোটিস পাঠাক, বাড়ি ভেঙে দিক, আমি কোনওভাবেই মাথা নত করব না। বিজেপির বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে।"

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করে ৪৩টি সম্পত্তির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস সেই তালিকাকে 'ভুয়ো' এবং 'বিশ্বাসযোগ্যতাহীন' বলে দাবি করেছে।

ভবিষ্যতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি সংরক্ষণে সমীক্ষা চালাচ্ছে অসম সরকার: হিমন্ত

গুয়াহাটি, ২০ মে (আইএএনএস): ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে গুয়াহাটি ও সংলগ্ন এলাকায় সরকারি জমির বিস্তারিত সমীক্ষা চালাচ্ছে অসম সরকার। বুধবার এই কথা জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

জাগিরোড বিধানসভা এলাকায় সফরকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ধর্মতুল এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ সরকারি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে জনস্বার্থমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জাগিরোড এবং ধর্মতুলের মতো এলাকায় কতটা সরকারি জমি রয়েছে, তা আমরা খতিয়ে দেখছি। এই জমিগুলিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শিল্পাঞ্চল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারি পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব।"

তিনি জানান, সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল এই জমিগুলিকে দখলদারি ও অপরিকল্পিত ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করা।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, "বিশেষ করে গুয়াহাটি সংলগ্ন এলাকায় সরকারি জমি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে প্রায় ৩০০ বিঘা সরকারি জমি রয়েছে। আমি নিজে এলাকা পরিদর্শনে এসেছি যাতে জমি সুরক্ষিত থাকে।"

তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এখনও এই জমির জন্য কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্প চূড়ান্ত হয়নি। আপাতত সরকারের মূল লক্ষ্য জমি সংরক্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ।

তাঁর কথায়, "এখনও জমি নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্প নেই। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সঠিকভাবে জমি সংরক্ষণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য।"

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গুয়াহাটি সংলগ্ন দ্রুত নগরায়ন হওয়া এলাকাগুলিতে জমি দখল ও রিয়েল এস্টেটের চাপ বাড়তে থাকায়, বিভিন্ন জেলায় সরকারি জমি চিহ্নিত ও সুরক্ষিত করার কাজ জোরদার করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মধ্য অসম এবং গুয়াহাটি মহানগর এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে একাধিক অবকাঠামো ও শিল্প প্রকল্পের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। কৌশলগত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রাজ্য রাজধানীর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে জাগিরোড বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

এদিন রাজনৈতিক প্রশ্ন এড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আর রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে চাই না। এখন শুধু প্রশাসন ও উন্নয়নের কাজেই মন দিতে চাই।"

PNIe-T No: 02/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	R/mtc of RWS/UWS/JJM Scheme of WQM&SP / Supply of field Testing Kits (FTK) for Chemical testing of water sample under different offices of PWD (DWS) during the year 2026-27. DNIeT No:-02/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27	₹ 1,72,500.00	₹ 3,450.00	Upto 3.00 P.M on 30.05.2026	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 30.05.2026 if possible

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work https://etenders.gov.in/eprocure/app on website www.tripuratenders.gov.in or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)

(Er. R. Barma)
Executive Engineer
DWS Division, Sabroom
South Tripura District
ICA/C-506/26

"Conserve Water Save Life"

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 02/EE/AGRI/N/2026-27

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on Single bid system from the eligible bidders for the following works :-

Sl No.	Name of Work	e-DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1.	Development of infrastructure facilities of Halahali Bazar Rural Market under Durgachowmohani Agri. Sub-Division, Dhalai Tripura District. S/H: Providing Internal Electrification	02/EE/AGRI/NORTH/2026-27	Rs. 9,75,274.00	Rs. 19,505.00
2.	Development of infrastructure facilities of Balaram Bazar Rural Market under Ambassa Agri. Sub-Division Dhalai Tripura District S/H: Providing Internal Electrification.	03/EE/AGRI/NORTH/2026-27	Rs. 9,75,274.00	Rs. 19,505.00
3.	Development of infrastructure facilities of Santir Bazar Rural Market under Salema Agri. Sub-Division, Dhalai Tripura District. S/H: Providing Internal Electrification	04/EE/AGRI/NORTH/2026-27	Rs. 9,75,274.00	Rs. 19,505.00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 25/05/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 25/05/2026 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in
For & on behalf of the Governor of Tripura

[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer (North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura.
ICA/C-516/26

ভারত-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও জোরদারে আলোচনা, যৌথ উৎপাদন ও রপ্তানিতে জোর

সিওল, ২০ মে (আইএএনএস): ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা এবং যৌথ উন্নয়ন, উৎপাদন ও রপ্তানির নতুন পথ তৈরির লক্ষ্যে বুধবার সিওলে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কর্মসূচি প্রশাসনের মন্ত্রী লি ইয়ং-চুল।

বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ রাজনাথ সিং লেখেন, "সিওলে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কর্মসূচি প্রশাসনের মন্ত্রী লি ইয়ং-চুলের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। আমরা যৌথ উন্নয়ন, যৌথ উৎপাদন এবং যৌথ রপ্তানির নতুন সুযোগ তৈরিতে পারস্পরিক প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে সম্মত হয়েছি।"

তিনি আরও জানান, দুই দেশের উদ্ভাবনী ব্যবস্থাকে একত্রিত করার লক্ষ্যে উচ্চাভিলাষী কাইন্ড-এক্স উদ্যোগ-এর সম্ভাবনা কাজে লাগানোর রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

এর আগে বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন গিউ ব্যাক-এর সঙ্গেও বৈঠক করেন রাজনাথ সিং। সেখানে দুই দেশের প্রতিরক্ষা, প্রতিরক্ষা শিল্প এবং কৌশলগত সহযোগিতা আরও গভীর করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

রাজনাথ সিং এক্স-এ লেখেন, "দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার লক্ষ্যে ভারত ও কোরিয়ার প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও মজবুত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, বৈঠকে প্রতিরক্ষা সাইবার সহযোগিতা, ভারতের জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়া জাতীয় প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়-র মধ্যে সহযোগিতা এবং রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত একাধিক চুক্তি বিনিময় হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের অংশীদারিত্ব আরও বহুমাত্রিক ও শক্তিশালী হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সফরকালে রাজনাথ সিং দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়ার জাতীয় কবরস্থান-তে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দেশের জন্য আত্মবলিদান দেওয়া সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

তিনি বলেন, "দেশের জন্য আত্মত্যাগ করা বীর সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি। তাঁদের সাহস, নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম আমাদের কাছে চিরকাল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। দক্ষিণ কোরিয়ার বীরদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে ভারত সবসময় তাদের পাশে রয়েছে।" মঙ্গলবার সরকারি সফরে সিওলে পৌঁছান রাজনাথ সিং। তাঁর এই সফরের মূল লক্ষ্য ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করা।

রাহুলের 'গদ্দার' মন্তব্যে বিতর্ক, জনরোষের প্রতিফলন বলেই দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২০ মে (আইএএনএস): লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলির এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে 'গদ্দার' (বিশ্বাসঘাতক) বলে মন্তব্য করায় নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

রায়বরেলির সাংসদ রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, শাসক বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করছে এবং সংবিধানের উপর আঘাত হানছে।

জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "আপনার প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গদ্দার।"

তিনি আরও বলেন, "যখন আরএসএস কর্মীরা আপনাদের সামনে আসবে এবং নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শাহের কথা বলবে, তখন সরাসরি বলুন আপনার প্রধানমন্ত্রী গদ্দার, আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গদ্দার এবং আপনাদের সংগঠনও গদ্দার। বিজেপি-আরএসএস মিলে দেশ বিক্রির কাজ করেছে।"

রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। তবে কংগ্রেস তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দাবি করেছে, এই বক্তব্য দেশের মানুষের ক্ষোভ ও হতাশার প্রতিফলন।

দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, "দেশের প্রতিটি স্তরে গভীর উদ্বেগ রয়েছে। এমনকি যারা এই সরকারকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও বিশ্বাসভঙ্গের অনুভূতি রয়েছে। মানুষের হতাশা, দুঃখ এবং ক্ষোভ রয়েছে। দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে সেই ক্ষোভ তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব।"

তিনি আরও দাবি করেন, "রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া শোনা যাচ্ছে। রাহুল গান্ধী যা বলেছেন, বাস্তবে মানুষের ক্ষোভ তার থেকেও বেশি।"

অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোটের শরিক সমাজবাদী পার্টি এই মন্তব্য থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে। দলের সাংসদ অবধেশ প্রসাদ বলেন, "এটা তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ। আমরা রাজনৈতিক ভাষণে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করি না।"

এদিকে বিজেপিও রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি বলেন, "রাহুল গান্ধীর চিন্তাভাবনা অরাজকতামূলক। তিনি শহুরে নকশালদের মতো কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, তাঁর নীতি এবং উদ্দেশ্য 'টুকড়ে-টুকড়ে গ্যাং'-এর মতো।"

তিনি আরও দাবি করেন, "ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই এবং নতুন প্রজন্মকে উসকে দেওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় রাহুল গান্ধী হতাশ।"

ডেপাছড়ার বেহাল রাস্তা ও বুদ্ধবিহারের সমস্যা খতিয়ে দেখলেন নবনির্বাচিত এমডিসি রতিশ ত্রিপুরা

আগরতলা, ২০ মে : পেচাঁরথল বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডেপাছড়া এলাকার দীর্ঘদিনের বেহাল গ্রামীণ রাস্তা এবং স্থানীয় শান্তি মৈত্রী বুদ্ধবিহার মন্দিরের বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখতে মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনে গেলেন ৪ নং করমছড়া এডিসি কেন্দ্রের নবনির্বাচিত এমডিসি রতিশ ত্রিপুরা।
স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘনবসতিপূর্ণ ডেপাছড়া এলাকার একমাত্র গ্রামীণ সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে প্রতিদিন যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পাশাপাশি এলাকার শান্তি মৈত্রী বুদ্ধবিহার মন্দিরেরও জরুরি সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।
এডিসি নির্বাচনে জয়লাভের পর এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের এই সমস্যার কথা মাথায় রেখেই পরিদর্শনে যান এমডিসি রতিশ ত্রিপুরা। তিনি এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে রাস্তার অবস্থা এবং বুদ্ধবিহারের বিভিন্ন সমস্যা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন।
পরিদর্শন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমডিসি রতিশ ত্রিপুরা জানান, এলাকার রাস্তা ও মন্দিরের সমস্যাগুলি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি দ্রুত এই বিষয়গুলি নিয়ে ঊনকোটি জেলার এডিসি প্রশাসনের পিডব্লিউডি দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। পাশাপাশি দলের উচ্চ মহলেও বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
এদিনের পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ওয়াইটিএফ-এর পেচারতল ব্লকের সভাপতি প্রাণেশ দেওয়ান, টিপরা মথা দলের পেচারতল ব্লকের সভানেত্রী সুপর্ণা চাকমা, ওয়াইটিএফ-এর পেচারতল ব্লকের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াস চাকমা এবং স্থানীয় টিপরা মথা নেতা সুমন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।
এমডিসি-র এই সক্রিয় উদ্যোগে আশাবাদী এলাকাবাসী। তাঁদের আশা, দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা ও বুদ্ধবিহারের সংস্কারের কাজ এবার দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।

দেশব্যাপী ঔষধের দোকান বন্ধের প্রভাব পড়ল না আগরতলায়, খোলা থাকল অধিকাংশ দোকান

আগরতলা, ২০ মে: অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্টের ডাকা সর্বভারতীয় কেমিস্ট ধর্মঘটের বিশেষ প্রভাব পড়লো না শহরে। ধর্মঘটের দিনও শহরের অধিকাংশ ওষুধের দোকান খোলা থাকতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিশেষ করে হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকাগুলিতে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হয়।
জানা যায়, হাপানিয়া হাসপাতালের সামনে থাকা প্রায় ৩৭টি ওষুধের দোকান এদিন খোলা রাখা হয় যাতে রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা সমস্যায় না পড়েন। জরুরি পরিষেবার কথা মাথায় রেখে ব্যবসায়ীদের একাংশ ধর্মঘটে সামিল না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
এদিকে অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের বিরোধিতা করে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের দোকান খোলা রাখার আবেদন জানানো হয়।
সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুদীপ রায় জানান, সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে ওষুধের দোকান সরাসরি যুক্ত। তাই জনগণের অসুবিধার কথা ভেবে অধিকাংশ দোকান খোলা রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রোগীদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিপাহীজলায় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা কর্মশালার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ মে : সিপাহীজলা জেলা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্যোগে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ নিয়ে দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হল বুধবার। বিশালগড় নতুন টাউন হলে আয়োজিত এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শীব জশওয়াল।
অনুষ্ঠানের সূচনায় গাছে জল ঢেলে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত, চড়িলাম ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কৃত্তিকা সাহা, নলচর, জম্পুইজলা ও মোহনভোগ ব্লকের আধিকারিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শীব জশওয়াল বলেন, নতুন অর্থবর্ষ শুরু হওয়ার পর সীমিত সময়ের মধ্যেই নির্ধারিত উন্নয়নমূলক কাজগুলি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে। সেই লক্ষ্যেই এই দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্টের কাজকর্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে কোন ব্লকে কী ধরনের সফল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা অন্য ব্লকগুলির কাছেও শিক্ষণীয় হয়ে উঠবে। এর ফলে এক ব্লকের সফল প্রকল্প অন্য ব্লকেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
জেলাশাসক আরও জানান, প্রতিটি ব্লকের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় উন্নয়নের ধরনও আলাদা। সেই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেই গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বহু মহিলা বিভিন্ন সরকারি ঋণ প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন।
তিনি বলেন, "একসময় গ্রামীণ এলাকার মানুষকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে হতো। এখন সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলারা স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে নিজেদের জীবিকা গড়ে তুলছেন। ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক গ্রামীণ মহিলাকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।" শেষে তিনি দুই দিনব্যাপী এই বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা কর্মশালার সফলতা কামনা করেন।

অনলাইনে ওষুধ বিক্রির প্রতিবাদে ধর্মঘট, প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি শান্তিরবাজারের কেমিস্টদের

শান্তিরবাজার, ২০ মে: অনলাইনে বেআইনি ওষুধ বিক্রি, ভুয়ো প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি এবং অতিরিক্ত ছাড়ের নামে বাজার দখলের প্রতিবাদে বুধবার দেশজুড়ে একদিনের প্রতীকী ধর্মঘট পালন করলেন কেমিস্ট ও ড্রাগিস্টরা। অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস (এআইওসিডি)-এর ডাকে সারা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমাতেও এদিন সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওষুধের দোকান বন্ধ রাখা হয়।
অল ত্রিপুরা কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের শান্তিরবাজার মহকুমা কমিটির উদ্যোগে সকাল থেকেই শান্তিরবাজার, বাইখোরা, মনুবাজার ও জোলাইবাড়ি এলাকার ওষুধ ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটে সামিল হন। ফলে সাধারণ রোগীরা সাময়িক সমস্যার মুখে পড়লেও জরুরি ও জীবনদায়ী ওষুধের পরিষেবা চালু ছিল বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
ধর্মঘট চলাকালীন সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে তিন দফা দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে। সংগঠনের শান্তিরবাজার মহকুমা কমিটির সভাপতি প্রিয়লাল ভৌমিক এবং সম্পাদক সুশেন বৈদ্য এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, "ওষুধ কোনও সাধারণ পণ্য নয় যে যাচাই ছাড়াই অনলাইনে বিক্রি করা হবে। অনিয়ন্ত্রিত অনলাইন বিক্রির ফলে জনস্বাস্থ্য ও রোগীর জীবন মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ছে। ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্টকে উপেক্ষা করে এই ব্যবসা চালানো হচ্ছে। সরকার দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা না নিলে দেশের প্রায় ৯ লক্ষ ছোট কেমিস্ট ও ওষুধ ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ সংকটের মুখে পড়বে।"
এআইওসিডি -র দাবি, অনলাইনে ওষুধ বিক্রির আড়ালে দেশজুড়ে একটি সমান্তরাল বেআইনি বাজার গড়ে উঠেছে। শান্তিরবাজার মহকুমা কমিটির তরফে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তারা।

শান্তিরবাজার স্কুলপাড়া থেকে চুরি পালসার বাইক, থানায় অভিযোগ দায়ের

শান্তিরবাজার, ২০ মে: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো শান্তিরবাজার মহকুমাতেও ক্রমশ বাড়ছে চুরির ঘটনা। ফের নিশিকুটুম্বের দৌরাত্ম্যে চুরি গেল একটি মোটরবাইক। ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিরবাজারের স্কুলপাড়া এলাকায়।
জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা নাগাদ টি আর ০১এটি ৬৬৬৭ নম্বরের একটি পালসার বাইক চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। বাইকটির মালিক রাহুল দাস জানান, তিনি কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফিরে বাইকটি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে বাজারে যাওয়ার জন্য ঘরে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে দেখেন রাস্তার পাশে রাখা তার বাইকটি আর নেই।
এরপর আশপাশের এলাকায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাইকের কোনো সন্ধান না পেয়ে তিনি বিষয়টি শান্তিরবাজার থানায় জানান। পরে এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।
ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় চুরি ও দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

কুমারঘাট রেল স্টেশনে ত্রিপুরা রেলওয়ে হকার্স কর্মী সমিতির উদ্যোগে বিনামূল্যে ঝালমুড়ি বিতরণ

আগরতলা, ২০ মে: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করল ত্রিপুরা রেলওয়ে হকার্স কর্মী সমিতির কুমারঘাট শাখা। সমিতির উদ্যোগে বুধবার সকাল থেকে সারাদিনব্যাপী কুমারঘাট রেল স্টেশনে যাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে ঝালমুড়ি বিতরণ করা হয়।এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে স্টেশন চত্বরে এক মানবিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দূরদূরান্ত থেকে আগত যাত্রীদের হাতে ঝালমুড়ির প্যাকেট তুলে দেন সমিতির সদস্যরা। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান সাধারণ মানুষ ও যাত্রীরা।সমিতির সদস্যরা জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেবামূলক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তারা এই কর্মসূচির আয়োজন করেছেন। ভবিষ্যতেও সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তারা।

কৈলাসহরে জনগণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের নিয়ে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ মে: ২০২৭-এর জনগণনাকে সামনে রেখে আজ কৈলাসহরের সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে জনগণনার কাজে নিযুক্ত কর্মচারিদের নিয়ে তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জনগণনা পরিচালন বিভাগের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার তথা ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সাগর সোভম দেবনাথ, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস, উনকোটি জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ সহ জনগণনার কাজে নিযুক্ত আধিকারিক ও কর্মচারিগণ। জনগণনা পরিচালন বিভাগের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, এবারের জনগণনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। জনগণনার প্রথম পর্যায়ের কাজ আগামী ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত চলবে। নাগরিকরা যদি ইচ্ছে করে তাহলে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

পরপর দুইবার রাস্তা সংস্কার, তবুও অসন্তুষ্ট জনগণ, কাঁঠালিয়া উত্তর ও দক্ষিণ মহেশপুর পঞ্চায়েত এলাকায় চরম ভোগান্তি

আগরতলা, ২০ মে:- দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছরের পুরনো রাস্তা সংস্কারের কাজ ঘিরে চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে কাঁঠালিয়া উত্তর ও দক্ষিণ মহেশপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযোগ, একের পর এক রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হলেও অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও নিম্নমানের কাজের কারণে এলাকার মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাঁঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকা থেকে পশ্চিম দিকে উত্তর ও দক্ষিণ মহেশপুর পঞ্চায়েতের সীমান্ত হয়ে প্রায় ৫০০ মিটার বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক দিয়ে প্রতিদিন ছোট, মাঝারি ও বড় যানবাহন চলাচল করে। রাস্তার দুই পাশে রয়েছে বহু পুরনো বসতি এলাকা।
অভিযোগ, গত দুই বছর আগে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হলেও অর্ধেক টাকাও সঠিকভাবে খরচ না করেই কাজ শেষ করা হয়। মাত্র দুই বছরের মধ্যেই ফের বেহাল হয়ে পড়ে রাস্তা। পরে স্থানীয় মানুষ বিষয়টি এলাকার বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ-এর নজরে আনেন। তিনি ছয় মাস আগে এলাকা পরিদর্শন করেন। এরপর কাঁঠালিয়া পিডব্লিউডি দপ্তরের তরফে নতুন করে প্রায় এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় রাস্তা সংস্কারের জন্য।
তিন মাস আগে শুরু হয় নতুন করে সংস্কারের কাজ। কিন্তু কাজ শুরু হতেই দেখা দেয় একের পর এক সমস্যা। স্থানীয়দের অভিযোগ, অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় রাস্তার দুপাশে সাইড ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্ষার মুখে এই কাজের ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার মাঝখানে জল ও কাঁদা জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে রাস্তা। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের হাঁটাচলাই কষ্টকর হয়ে উঠেছে।
সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে। অভিযোগ, বাবুল পালের জমির পাশে সাইড ওয়াল নির্মাণের সময় জেসিবি দিয়ে মাটি কাটতে গিয়ে পানীয় জলের পাইপলাইন কেটে ফেলা হয়। ফলে গত দুদিন ধরে প্রায় ৮২টি পরিবার পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। মঙ্গলবার থেকে জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে এবং বুধবারও সেই পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি।
এদিকে রাস্তা ভেঙে পাশের কৃষিজমিতে মাটি ভরাট হয়ে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছে। রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে ছোট ও মাঝারি গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মোটরবাইক ও সাইকেল নিয়েও যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়ছেন মানুষ।
বুধবার সকাল থেকেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা ও রাস্তা সংস্কারের সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হলে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে রাস্তা অবরোধে নামবেন।

বিশালগড়ে মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় সরকারি দেওয়াল ভেঙে জমি ভরাট, তদন্তের নির্দেশ মহকুমা শাসকের

বিশালগড়, ২০ মে : বিশালগড়ে দীর্ঘদিন ধরেই নাল ও কৃষিজমি অবৈধভাবে ভরাটের অভিযোগ উঠছে। পুর এলাকা সহ বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যেই চলছে জমি ভরাটের কাজ। কোথাও প্রশাসনের নির্দেশ উপেক্ষা করে, আবার কোথাও প্রশাসনকে 'ম্যানেজ' করেই এই কাজ চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের। বিশেষ করে বিশালগড় পুর এলাকার একাধিক নাল ও কৃষিজমি ইতিমধ্যেই ভরাট হয়ে গেছে বলে দাবি উঠেছে।
এরই মধ্যে বিশালগড় মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় সরকারি দেওয়াল ভেঙে অবৈধভাবে জমি ভরাটের ঘটনা নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। জানা গেছে, প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস ধরে ওই এলাকায় স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেদের জমি ভরাটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিযোগ, দুই বছর আগে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সরকারি দেওয়ালটি প্রশাসন আর সংস্কার করেনি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সংলগ্ন নাল ও কৃষিজমি ভরাট করা হয়েছে।
স্থানীয়দের দাবি, বুলডোজার ব্যবহার করে সরকারি ওয়াল ভেঙে ফেলা হয়। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে এই কাজ চললেও প্রশাসনের নজরে বিষয়টি আসেনি। সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে মহকুমা প্রশাসন বলে অভিযোগ উঠেছে।
অভিযোগ রয়েছে, এলাকার একাধিক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই জমি ভরাট করেছেন। যদিও কারা বৈধভাবে এবং কারা অবৈধভাবে এই কাজ করেছেন, তা নিয়ে প্রশাসনিকভাবে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ম না মেনেই জমি ভরাট করা হয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি।
বুধবার মহকুমা শাসক বিংকি সাহার নেতৃত্বে প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। মহকুমা শাসক জানান, সরকারি অনুমোদন ছাড়া এ ধরনের কাজ বেআইনি এবং গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

প্রতিরক্ষা, উদ্ভাবন ও সন্ত্রাসে

● প্রথম পাতার পর
জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে বৈঠকের আগে তাঁকে সামরিক সম্মান জানানো হয়।
দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি ইতালির রাষ্ট্রপতি সেরগিও মাট্টারেলার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেখানে ভারত-ইতালি বন্ধুত্ব, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়।

শামুক সংগ্রহ করতে গিয়ে

● প্রথম পাতার পর
আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রূপবান দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরে শামুক সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করেই পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রতিদিনের মতো এদিনও জীবিকার তাগিদেই তিনি শামুক সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন।

প্রেমের সম্পর্কে হঠাৎ ভাঙ্গন

● প্রথম পাতার পর
দিতে অস্বীকার করেন বলে দাবি মৃতের পরিবারের। এরপর থেকেই সুব্রত মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন বলে জানা গেছে।
পরিবারের দাবি, গত ১৬ মে নিজের ঘরে আত্মঘাতী হন সুব্রত নমঃ। মৃত্যুর আগে তিনি শেষবারের মতো প্রেমিকার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন বলেও পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।
এদিকে মৃত যুবকের পরিবারের আরও অভিযোগ, সম্পর্ক চলাকালীন সময়ে সায়ন্তিকার পরিবারের লোকজন সুব্রতের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়েছেন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার।
ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আমতলী থানার পুলিশ।

বঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তে

● প্রথম পাতার পর
জিহাদ, জোরপূর্বক ধর্মান্তর এবং নারী নির্যাতনের মতো অসামাজিক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারীদের জড়িত থাকার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। তিনি জানান, গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্র সরকার রাজ্যে ধৃত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়ে আসছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী রাজ্য সরকার তা করতে অস্বীকার করেছিল। তবে বুধবার থেকে সেই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। এখন থেকে রাজ্য পুলিশ যেসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করবে, তাদের অবিলম্বে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
প্রতিফলন। দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, "দেশের প্রতিটি স্তরে গভীর উদ্বেগ রয়েছে। এমনকি যারা এই সরকারকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও বিশ্বাসভঙ্গের অনুভূতি রয়েছে। মানুষের হতাশা, দুঃখ এবং ক্ষোভ রয়েছে। দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে সেই ক্ষোভ তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব।"
তিনি আরও দাবি করেন, "রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া শোনা যাচ্ছে। রাহুল গান্ধী যা বলেছেন, বাস্তবে মানুষের ক্ষোভ তার থেকেও বেশি।"
অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোটের শরিক সমাজবাদী পার্টি এই মন্তব্য থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে। দলের সাংসদ অবধেশ প্রসাদ বলেন, "এটা তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ। আমরা রাজনৈতিক ভাষণে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করি না।"
এদিকে বিজেপিও রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি বলেন, "রাহুল গান্ধীর চিন্তাভাবনা অরাজকতামূলক। তিনি শহুরে নকশালদের মতো কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, তাঁর নীতি এবং উদ্দেশ্য 'টুকড়ে-টুকড়ে গ্যাং'-এর মতো।"
তিনি আরও দাবি করেন, "ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই এবং নতুন প্রজন্মকে উসকে দেওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় রাহুল গান্ধী হতাশ।"

রাহুল ভারতীয়

● প্রথম পাতার পর
এই বক্তব্য তাঁর "অরাজক মানসিকতার" প্রতিফলন। তিনি বলেন, "ভারতীয় রাজনীতিতে যেখানে সৌজন্য, সামাজিক সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সম্মানের পরিবেশ রয়েছে, সেখানে এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।"
তিনি আরও বলেন, "ক্রমাগত পরাজয় এবং হতাশা রাহুল গান্ধীর স্বভাব ও চরিত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। সেই অসহায়তা এবং হতাশাই এখন এই ধরনের কথার মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে।"
কংগ্রেসকে নিশানা করে বিজেপি সভাপতি বলেন, "আপনাদের পূর্বপুরুষরা দেশকে বন্ধক রাখার কাজ করেছেন, দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে উৎসাহ দেওয়ার নয়।"
তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ আরও নিরাপদ হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেই দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।
সন্ত্রাসবাদ দমনের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রশংসা করে নীতিন নবীন বলেন, "আজ আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান কার্যত হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে।"
রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "নকশালবাদ নির্মূল করা কি ভুল? দেশকে সুরক্ষিত রাখাকে কি বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায়?"
তিনি আরও দাবি করেন, "কংগ্রেস আমলে আমাদের সেনাদের শিরশ্ছেদ করা হলেও সরকার নীরব ছিল। আজ প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে সেনাবাহিনী মর্যাদার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।"
শেষে তিনি বলেন, "এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্যের জন্য রাহুল গান্ধীকে বড় মূল্য চোকাতে হবে।"

১ হাজার টাকায় দেড় লাখ

● প্রথম পাতার পর
সৌরবিদ্যুতের প্রসার দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে ১৭ হাজারেরও বেশি মানুষ এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন এবং ইতিমধ্যেই ৩,৫০০ পরিবার নিজেদের বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন।
তিনি আরও বলেন, ১ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেমে সরকার ৩৩ হাজার টাকা, ২ কিলোওয়াটে ৬৬ হাজার টাকা এবং ৩ কিলোওয়াটে ৮৫,৮০০ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি দিচ্ছে। এখন আমরা এমন পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করছি, যারা মাসে ৫০ ইউনিটের কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। তাঁদের কাছ থেকে মাত্র ১,০০০ টাকা নিয়ে প্রায় ৬৬ হাজার টাকার সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যে প্রায় ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী মাস থেকেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী।
তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ পরিবার ৫০ ইউনিটের নিচে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। প্রথম পর্যায়ে তাঁদের মধ্যে ১.৫ লক্ষ পরিবারকে এই সুবিধার আওতায় আনা হবে।
এছাড়াও, জার্মানির সংস্থা ওজ্জঠ-এর সহযোগিতায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিক্রেতাদের সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দুটি তথ্যবহুল পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সাধারণ গ্রাহকরাও সহজে এই প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারেন।
মন্ত্রী বলেন, আগে মানুষ বিদ্যুতের বিল দিতেন, এখন সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে আয়ও করতে পারছেন। এই প্রকল্প শুধু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ই নয়, মানুষের আর্থিক উন্নয়নের পথও খুলে দেবে।

প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে

● প্রথম পাতার পর
সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। পরিকাঠামো উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
মুখ্যমন্ত্রী পাথর বোঝাই যানবাহন চলাচলের উপর নজরদারি বজায় রাখার নির্দেশ দেন। বিভিন্ন বেইলি ব্রিজের সংস্কার, জাতীয় সড়কের নির্মাণ ও সংস্কার কাজে স্বচ্ছতা ও গুণমান বজায় রেখে দ্রুত সম্পন্ন করা এবং বর্ষার মরশুমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা-ঘাট দ্রুত সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে সময় মতো আবর্জনা অপসারণ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়েও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, শিক্ষার পরিবেশ এবং জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী উদয়পুরের মাতাবাড়ি মন্দির ও সংলগ্ন এলাকার সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর ভারপ্রাপ্ত সচিব অপূর্ব রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সচিব অভিষেক সিং, সচিব পি. কে. গোয়েল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ ভার্চুয়ালি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

স্বর্ণালংকার ছিনতাই

● প্রথম পাতার পর
দ্রুতগতিতে কাঞ্চনমালা বাজারে প্রবেশ করতেই স্থানীয়রা তাদের আটক করেন। পরে খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া সোনার চেইন এবং ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত বিআর -৩৯ এএইচ-৮৩৫০ নম্বরের মোটরবাইকটিও উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দুই যুবকের নাম পবন কুমার এবং নীতিশ কুমার। তাদের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলায়।
এদিকে, বুধবার বিকেলে বৃদ্ধা রাধারানী দেববর্মার ছেলে পরিমল দেববর্মা আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, ধৃত দুই যুবক গত কয়েকদিন ধরেই আমতলী বড়ইটিলা ও শিববাড়ি এলাকায় একই কায়দায় বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালংকার ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল। আমতলী থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে তোলা হবে।

নেশা সামগ্রী সহ আটক তিন

● প্রথম পাতার পর
থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। নিয়মিত এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও চলবে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 21-05-2026, 01:14

রাজ্যভিত্তিক অস্মিতা সিটি লিগ শুরু

অ্যাথলেটিক্স, জুডোতে স্পোর্টস স্কুলের দাপট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে মঙ্গলবার থেকে আগরতলায় জমকালোভাবে শুরু হয়েছে রাজ্যভিত্তিক "অস্মিতা সিটি লিগ"। দুই পর্বে আয়োজিত এই মেগা ক্রীড়া উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৫৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিচ্ছে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বটি ২১ মে পর্যন্ত বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, জুডো এবং সাঁতারএই চারটি ইভেন্টে যুব প্রতিভারা নিজেদের মেলে ধরছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা লালনেইথুয়ামা ডার্লং, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব পাইমং মগ সহ সাই এবং খেলো ইন্ডিয়ার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। ক্রীড়া কর্তাদের আশা, এই লিগ রাজ্যের উঠতি খেলোয়াড়দের জাতীয় স্তরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। এর দ্বিতীয় পর্বের খেলাগুলো আগামী ২৮ থেকে ৩০ মে আগরতলার এনএসআরসিসি-তে অনুষ্ঠিত হবে।প্রথম পর্বের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল (বাধারঘাট ও পানিসাগর) এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অ্যাথলিটরা। অনূর্ধ-১৭ মেয়েদের ৩০০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলের শ্রীজিতা দাস। অনূর্ধ-১৭ শটপাটে পশ্চিম ত্রিপুরার দেবজানি দত্ত এবং অনূর্ধ-১৪ শটপাটে একই জেলার দেবশ্রী দাস প্রথম স্থান অর্জন করেছে। অন্যদিকে, অনূর্ধ-১৪ মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে পানিসাগর স্পোর্টস স্কুলের কাকলি দেবনাথ এবং অনূর্ধ-১৭ মেয়েদের ১০০ মিটারে বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলের সুস্মিতা দাস সেরা শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে।পাশাপাশি জুডো প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ-১৪ বিভাগে বিভিন্ন ওজন গ্রুপে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই লক্ষ্য করা গেছে। অনূর্ধ-১৪ মেয়েদের ২৮ কেজি অনুর্ধ বিভাগে বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলের চুমাইয়া আক্তার, ৩২ কেজি অনুর্ধ বিভাগে পানিসাগর স্পোর্টস স্কুলের রিম্পি চাকমা এবং ৩৬ কেজি অনুর্ধ বিভাগে বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলের শ্রুতি দেবনাথ প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া ৪০ কেজি অনুর্ধ বিভাগে ধলাই জেলার অঞ্জনা মগ এবং ৪৪ কেজি অনুর্ধ বিভাগে পানিসাগর স্পোর্টস স্কুলের আমরিকা চাকমা চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাজিমাত করেছে। সামগ্রিকভাবে, আসরের প্রথম দিন থেকেই খেলোয়াড়দের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ক্রীড়ামুখর পরিবেশ ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাধারঘাটকে মাত্র ৩৩ রানে গুঁড়িয়ে নিউ প্লে সেন্টারের দাপুটে জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই দাপুটে জয় তুলে নিল নিউ প্লে সেন্টার। বুধবার, তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ "সি"-র তৃতীয় তথা টুর্নামেন্টের ১২তম ম্যাচে বাধারঘাট কোচিং সেন্টারকে ৭০ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বাধারঘাটের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ৪১.৩ ওভারে ১০৩ রানেই অল-আউট হয়ে যায় নিউ প্লে সেন্টার। দলের পক্ষে জয়িতা দেব ৫০ বলে সর্বোচ্চ ২০ রান এবং পূর্বা চৌধুরী ৪৯ বলে ১৫ রান করেন। এছাড়া দেবস্মিতা দে-র অবদান ১২ রান। বাধারঘাট কোচিং সেন্টারের পক্ষে বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন মোনালিসা দে; তিনি ১০ ওভারে ১টি মেডেনসহ মাত্র ২১ রান দিয়ে একাই ৪টি উইকেট নেন। তাকে যোগ্য সংগত দিয়ে নিহারিকা নমঃ ২৩ রান খরচায় তুলে নেন ৩টি উইকেট।১০৪ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে নিউ প্লে সেন্টারের বোলারদের মারাত্মক বোলিং আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় বাধারঘাট কোচিং সেন্টারের ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ১৫.৪ ওভারে মাত্র ৩৩ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। বাধারঘাটের ব্যাটাররা কতটা অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তা স্পষ্ট হয় দলের স্কোরকার্ডে যেখানে সর্বোচ্চ রান এসেছে অতিরিক্ত (১৬ রান) থেকে এবং কোনও ব্যাটারই দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি। নিউ প্লে সেন্টারের পক্ষে বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন শ্রাবন্তী চৌধুরী; ৫ ওভার বল করে ১টি মেডেনসহ মাত্র ৮ রান দিয়ে তিনি শিকার করেন ৩টি উইকেট। অলরাউন্ড নৈপুণ্য এবং দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুবাদে ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন নিউ প্লে সেন্টারের পূর্বা চৌধুরী। এই দুর্দান্ত জয়ের মাধ্যমে টুর্নামেন্টে নিজেদের অভিযান বেশ ইতিবাচকভাবেই শুরু করল নিউ প্লে সেন্টার।

এশিয়ান টেনিসের সেমিফাইনালে অবাছাইদের দাপট

মেয়েদের বিভাগে জয়ী পদ্মাপ্রিয়া ও এঞ্জা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে: মালঞ্চ নিবাসের স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স এবং দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে চলমান টিটিএ এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং ১৬ ও অনূর্ধ টেনিস টুর্নামেন্টে আজ এক বড়সড় অঘটন ঘটাল অবাছাই ছেলেরা। অনূর্ধ-১৬ ছেলেদের সিঙ্গলস ইভেন্টের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে নিব্রাস হুসেন, হাভীশ বানসাল, যশ কুমার এবং অর্ণব ভূঁইয়াযার প্রত্যেকেই এই ড্র-তে অবাছাই হিসেবে খেলতে নেমেছিলেন। আজকের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে আদিত্য কামাত পেটের সমস্যার কারণে রিটায়ার্ড হার্ট হওয়ায় নিব্রাস হুসেন ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে জয়ী ঘোষিত হয়। অন্যদিকে এক রোমাঞ্চকর ম্যারাথন লড়াইয়ে ৪-৬, ১-৪ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেও দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পুরঞ্জয় কুতওয়ালকে ৪-৬, ৭-৬(৫), ৭-৬(৪) স্কোরে পরাজিত করে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে হাভীশ বানসাল। এছাড়া যশ কুমার অত্যন্ত সহজ ম্যাচে রৌনক শেঠিকে সরাসরি ৬-১, ৬-৪ সেটে এবং ওয়াইল্ড কার্ড এন্টি পাওয়া অর্ণব ভূঁইয়া সরাসরি ৬-৪, ৬-৩ সেটে অমন মিমানিকে হারিয়ে শেষ চারে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছে।অন্যদিকে, অনূর্ধ-১৬ মেয়েদের সিঙ্গলস বিভাগে নিজের স্বপ্নের দৌড় বজায় রেখেছে পদ্মাপ্রিয়া রমেশ কুমার। টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ বাছাই প্রিশা পাতিলকে কোনো সুযোগ না দিয়ে সরাসরি ৬-২, ৬-০ গেমে উড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে সে। শীর্ষ বাছাই এঞ্জা নিশাও আজ কোর্টে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্স দেখিয়ে অবনী পুনাগান্তিকে সরাসরি ৬-২, ৬-২ সেটে অনায়াসে পরাজিত করে। এই দুই তারকা খেলোয়াড় ছাড়াও মেয়েদের বিভাগের সেমিফাইনালে যোগ দিয়েছে খ্যাতি চেতন এবং জপজি কৌর। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায় জানিয়েছেন, আগামীকাল সকাল ৯:টা থেকে উভয় ভেন্যুতেই টুর্নামেন্টের পরবর্তী ম্যাচগুলো শুরু হবে।

ব্রাইট ক্লাবকে হারিয়ে জয় দিয়ে অভিযান শুরু চাম্পামুড়া সিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয় দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করল চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। বুধবারে টিআইটি মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ "ডি"-র দ্বিতীয় তথা টুর্নামেন্টের ১৩তম ম্যাচে ব্রাইট ক্লাবকে ৪৪ রানে হারিয়ে দিয়েছে তারা। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় চাম্পামুড়া। ব্রাইট ক্লাবের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে ৩৪ ওভারে ১৩০ রানেই অল-আউট হয়ে যায় তারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৬ রানের এক দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন দিয়া সরকার (৬৩ বলে)। এছাড়া দীপিকা দেব ২৯ এবং মাহি দেব ১৮ রান করেন।ব্রাইট ক্লাবের পক্ষে তামান্না দাস ৫ ওভারে ২১ রান দিয়ে ৩টি উইকেট লাভ করেন। চাম্পামুড়াকে বাগে আনতে এদিন ব্রাইট ক্লাব মোট ১০ জন বোলার ব্যবহার করে, যা ম্যাচের অন্যতম এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।১৩১ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের ধারাল বোলিংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ব্রাইট ক্লাবের ব্যাটিং লাইনআপ। ৩৫.২ ওভারে মাত্র ৮৬ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। ব্রাইট ক্লাবের পক্ষে ক্রিস্টিনা রেমা সর্বোচ্চ ১৭ রান করলেও বাকি ব্যাটাররা ক্রিজে টিকতেই পারেননি। চম্পামুড়ার হয়ে বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন মোনালি শর্মা; ৮ ওভারে ১টি মেডেনসহ মাত্র ১৫ রান খরচ করে তিনি তুলে নেন ৩টি উইকেট। তাকে যোগ্য সংগত দিয়ে গিয়া মণ্ডল ৬ ওভারে ৩টি মেডেনসহ মাত্র ৬ রান দিয়ে শিকার করেন ২টি উইকেট। বল হাতে এই ম্যাচ উইনিং পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের দলনেত্রী মোনালি শর্মা। এই দারুণ জয়ের ফলে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচ থেকেই পূর্ণ পয়েন্ট তুলে নিল চাম্পামুড়া।

এশিয়ান গেমসের আগে স্বস্তি, ইস্তানবুলে ডব্লিউটিটি-তে সোনা বাংলার সুতীর্থা-ঐহিকার

এক মাসের ব্যবধান। ফের তুরস্কে ডব্লিউটিটি ফিডারে চ্যাম্পিয়ন হলেন বাংলার প্যাডলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় এবং ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ক্যাপাডোসিয়ায় মহিলা ডবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার রাতের দিকে ইস্তানবুলে ফের একই ইভেন্টে সেরা হল এই জুটি। এশিয়ান গেমসের বছরে ডব্লুটিটি-র মঞ্চে সুতীর্থা-ঐহিকার টানা সাফল্য আশা বাড়াচ্ছে ভারতীয় টিটি-র। ইস্তানবুলে ফাইনালে সুতীর্থা-ঐহিকার প্রতিপক্ষ ছিল শীর্ষবাছাই ইউ-ঝুন লি এবং তুং-চুয়ান চেন জুটি। প্রথম গেম ১১-৮ পয়েন্টে জিতে শুরুতেই অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায় এই ভারতীয় জুটি। দ্বিতীয় গেমে একটা সময় লি-চেন এগিয়ে যান ৭-১ পয়েন্টে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুতীর্থারা জেতেন ১২-১০ পয়েন্টে। তৃতীয় গেম দুই বঙ্গকন্যা ৩-১১ পয়েন্টে হারার পর চতুর্থ গেমেও শুরুতে ০-৮ ব্যবধানে এগিয়ে যায় চাইনিজ তাইপের জুটি। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে টানা আটটা পয়েন্ট তুলে ৮-৮ করেন সুতীর্থারা।

শেষ পর্যন্ত ১২-১০ পয়েন্টে গেম জিতে চ্যাম্পিয়ন হন তাঁরা। ইস্তানবুল থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে সুতীর্থা বলছিলেন, "দু'মাসে দু'টো ডব্লিউটিটি ফিডার জিততে পেরে ভালোই লাগছে। ফাইনালে পিছিয়ে গেলেও আমরা চাপে পড়িনি। নিজেদের পারফরম্যান্সের উপর ভরসা রেখেছিলাম। প্রতিপক্ষ কী করছে, সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করিনি। তারই ফল পেয়েছি।"

এশিয়ান গেমসের বছর হওয়ার এবার একটু বেশিই প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে সুতীর্থাদের। এশীয় ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠ মঞ্চে শেষ সংস্করণে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন সুতীর্থা-ঐহিকা জুটি। যদিও এবার একসঙ্গে জাতীয় দলে জায়গা পাবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। সুতীর্থা বলছিলেন, "ঐহিকার সঙ্গে খেলতে আমি খুবই স্বচ্ছন্দ্য। দীর্ঘদিনের বোঝাপড়া

বিশ্বকাপ অভিষেক হতে যাওয়া কেপ ভার্দের দলে কারা কারা

বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করার পর কেপ ভার্দের খেলোয়াড়দের উদ্যাপনফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলার অপেক্ষায় থাকা কেপ ভার্দে। দলটির প্রধান কোচ পেদ্রো লেইতাও ব্রিতো আজ দল ঘোষণা করেছেন। দলে রাখা হয়েছে লম্বা সময় ধরে চোটে থাকা ভিয়ারিয়াল সেন্টার-ব্যাক লোগান কস্তা। প্যারিসে জন্ম নেওয়া এই ডিফেন্ডার গত জুলাইয়ে প্রাকমৌসুমে এক প্রীতি ম্যাচে এসিএল চোটে পড়েন। এরপর দীর্ঘ বিরতি শেষে গত রোববার তিনি মাঠে ফেরেন। লা লিগায় রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে ভিয়ারিয়ালের হয়ে শেষ দিকে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন কস্তা।

২৫ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডারই কেপ ভার্দের সবচেয়ে বড় তারকা। আফ্রিকার অন্যতম ছোট এই দেশের হয়ে যারা বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব উতরেছেন, তাঁদের প্রায় সবাইকে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে রেখেছেন কোচন।

২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য কেপ ভার্দের স্কোয়াড

গোলরক্ষক: ভোজিনহা, মার্সিও রোসা, সিজে ডস সান্তোস

ডিফেন্ডার: স্টিভেন মরেইরা, ওয়াগনার পিনা, জোয়াও পাওলো, সিডনি লোপেস কাব্রাল, লোগান কস্তা, পিকো, কেলভিন পিরেস, স্তোপিরা, দিনেই মিডফিল্ডার: জামিরো মন্তেইরো, তেলমো আরকাঞ্জো, ইয়ানিক সেমেদো, লারোস দুয়ার্তে, ডেরয় দুয়ার্তে, কেভিন পিনা ফরোয়ার্ড: রায়ান মেন্ডেস, উইলি সেমেদো, গ্যারি রদ্রিগেস, জোভানে কাব্রাল, নুনো দা কস্তা, দাইলন লিভরামেন্তো, গিলসন বেনচিমল, হেলিও ভারেলা

তরুণ সঙ্ঘের টানা ২য় জয় বল হাতে চমক বিজয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের জয়ের ধারা বজায় রাখল তরুণ সঙ্ঘ। বুধবার, ঐতিহ্যবাহী এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্রুপ "বি"-র চতুর্থ তথা টুর্নামেন্টের ১১তম ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাবকে ১৬ রানের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছে তারা। প্রথম ম্যাচে জিবি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটের বড় জয়ের পর এটি তরুণ সঙ্ঘের টানা দ্বিতীয় জয়। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৪৮ ওভারে ২১২ রানে অল-আউট হয়ে যায় তরুণ সঙ্ঘ। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭২ রানের এক দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন ইন্দ্র রানী জমাতিয়া (৭৮ বলে)। এছাড়া অস্মিতা দেবনাথ করেন ৩৮ রান। কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে বল হাতে দারুণ সফল হন অন্ত রানী নোয়াতিয়া, তিনি ১০ ওভারে ১টি মেডেনসহ মাত্র ২৭ রান দিয়ে তুলে নেন ৩টি উইকেট।২১৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব বেশ লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত ৪৯.৩ ওভারে ১৯৬ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে সুরভি রায় ৭৯ বলে ৬২ রানের এক লড়াকু ইনিংস খেললেও তা দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। তরুণ সঙ্ঘের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে কসমোপলিটন। তরুণ সঙ্ঘের হয়ে বল হাতে মূল বিপর্যয়টি ঘটান বিজয়া ঘোষ; ৬.৩ ওভার বল করে ৩০ রান খরচায় তিনি একাই শিকার করেন ৪টি উইকেট। তাকে যোগ্য সংগত দিয়ে সুস্মিতা তেলি ১০ ওভারে ৪১ রান দিয়ে নেন ৩টি উইকেট। বল হাতে এই দুর্দান্ত ও ম্যাচ উইনিং পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হন বিজয়া ঘোষ। এই কষ্টার্জিত জয়ের ফলে টুর্নামেন্টের নক-আউট পর্বের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল তরুণ সঙ্ঘ।

অন্বেষার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে বিশাল ব্যবধানে জয় অব্যাহত ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এক পাহাড়প্রমাণ জয় তুলে নিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। আজ, বুধবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত গ্রুপ "এ"-র চতুর্থ তথা টুর্নামেন্টের দশম ম্যাচে চলমান সংঘকে ৩৩৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে ৩৯৫ রানের এক বিশাল স্কোর খাড়া করে ব্লাড মাউথ ক্লাব। দলের পক্ষে অনবদ্য ব্যাটিং প্রদর্শন করেন অম্বিকা দেবনাথ (৭৬ বলে ৯০ রান), অন্বেষা দাস (৫৯ বলে ৮৪ রান), নিকিতা দেবনাথ (৬৩ বলে ৭২ রান) এবং প্রিয়া সূত্রধর (৮৫ বলে অপরাজিত ৭১ রান)। ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষে এটি টানা দ্বিতীয় জয়। চলমান সংঘের বোলাররা ব্লাড মাউথের এই বিধ্বংসী ব্যাটিং লাইনের সামনে কার্যত কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি; তাদের পক্ষে একমাত্র হৃতিকা পাল ২২ রান দিয়ে ১টি উইকেট লাভ করেন।৩৯৬ রানের এক অসম্ভব লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাবের মারাত্মক বোলিং আক্রমণের মুখে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে চলমান সংঘের ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ২৮.৫ ওভারে অল-আউট হওয়ার আগে স্কোরবোর্ডে তারা তুলতে সক্ষম হয় মাত্র ৬১ রান। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৭ রান করেন তামান্না দেবনাথ। ব্লাড মাউথ ক্লাবের হয়ে বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন অন্বেষা দাস; মাত্র ৩.৫ ওভার বল করে ২টি মেডেনসহ মাত্র ৬ রান দিয়ে একাই শিকার করেন ৫টি উইকেট। এছাড়া তনুশ্রী সাহা ও সেবিকা দাস ১টি করে উইকেট নেন। ব্যাট হাতে ৮৪ রান এবং বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ব্লাড মাউথ ক্লাবের অলরাউন্ডার অন্বেষা দাস। এই দাপুটে জয়ের ফলে টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য আরও বজায় রাখল ব্লাড মাউথ ক্লাব।

অস্ট্রিয়ার বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

২৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা অস্ট্রিয়া আজ ২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে। কোচ রালফ রাংনিকের দলে সবচেয়ে পরিচিত মুখ রিয়াল মাদ্রিদ ডিফেন্ডার ডেভিড আলাবা।

দলে আছেন রেড স্টার বেলগ্রেড ফরোয়ার্ড মার্কো আরনাইতোভিচও। ৩৭ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার অস্ট্রিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল (৪৭) এবং সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (১৩২) খেলেছেন।

এ ছাড়া টটেনহাম ডিফেন্ডার কেভিন ডানসো, বায়ার্ন মিউনিখ মিডফিল্ডার কনরাড লাইমার, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড মিডফিল্ডার মার্সেল সাবিটজার ও আরবি লাইজিগ মিডফিল্ডার ক্রিস্টোফ বাউমগার্টনারও অস্ট্রিয়ার বিশ্বকাপ দলে আছেন। ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ বিশ্বকাপে খেলা অস্ট্রিয়া এবার খেলবে নিজেদের অষ্টম আসর।

প্রায় তিন দশক পর বিশ্বকাপে ফিরে গ্রুপ পর্বে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলবে অস্ট্রিয়া। ২২ জুন ম্যাচটি হবে টেক্সাসে। তার আগে ১৭ জুন 'জে' গ্রুপের প্রথম ম্যাচে নবাগত জর্ডানের মুখোমুখি হবে অস্ট্রিয়া। গ্রুপের শেষ ম্যাচ ২৭ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে।

অস্ট্রিয়ার বিশ্বকাপ স্কোয়াড:

গোলকিপার: প্যাট্রিক পেন্টজ, আলেকজান্ডার শ্লেগার, ফ্লোরিয়ান উইগেল।

ডিফেন্ডার: ডেভিড আফেনগ্রুবার, ডেভিড আলাবা, কেভিন ডানসো, মার্কো ফ্রিডল, ফিলিপ লিনহার্ট, ফিলিপ ম্যুইনে, স্টেফান পশ, আলেকজান্ডার প্রাস, মাইকেল স্ভোবোদা।

মিডফিল্ডার: ক্রিস্টোফ বাউমগার্টনার, কার্নি চুকুয়েমেকা, ফ্লোরিয়ান গ্রিলিচ, কনরাড লাইমার, মার্সেল সাবিটজার, জাভার শ্লেগার, রোমানো শ্মিড, আলেসান্দ্রো শপ, নিকোলাস সিওয়াল্ড, পল ওয়ানার, প্যাট্রিক উইমার।

ফরোয়ার্ড: মার্কো আরনাউতোভিচ, মাইকেল গ্রেগোরিচ, সাশা কালাইজিচ।

ফুটবল বিশ্বকাপের দলঘোষণা ব্রাজিলের, ২৬ জনের দলে কি সুযোগ পেলেন নেমার, কাদের নিলেন, জানালেন আনচেলোত্তি

সকলের নজর ছিল নেমারের দিকে। এ বারের ফুটবল বিশ্বকাপে তাঁর খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। শেষ পর্যন্ত তা কেটে গেল। নেমারকে রেখেই দল ঘোষণা করল পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। কোচ কার্লো আনচেলোত্তি ২৬ জন ফুটবলারের নাম জানিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে তিন জন গোলরক্ষক, ন'জন ডিফেন্ডার, পাঁচ জন মিডফিল্ডার ও ন'জন স্ট্রাইকার রয়েছেন। গত কয়েকটি বিশ্বকাপে গোল করতে না পারায় সমস্যা হয়েছে ব্রাজিলের। আনচেলোত্তির দল দেখে বোঝা যাচ্ছে, বেশি গোল করে জেতার লক্ষ্যেই দল গড়েছেন তিনি।

ব্রাজিলের হয়ে সর্বাধিক ৭৯ গোলের মালিক ৩৪ বছরের নেমার। তাঁর যা বয়স, তাতে এ বারের বিশ্বকাপ খেলতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু নেমারকে বার বার ভুগিয়েছে চোট। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর বাঁ পায়ের এসিএল ছিঁড়েছিল। তার পর থেকে পুরো সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। চলতি মরসুমে স্যান্টোসের হয়ে আটটি ম্যাচ খেলেছেন নেমার। করেছেন চারটি গোল। দু'টি গোল করিয়েছেন। আনচেলোত্তির মতে, নেমার অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এখনও সময় রয়েছে। ফলে নেমারের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারকে তিনি দলে রেখেছেন। দলঘোষণার পর সাংবাদিক বৈঠকে আনচেলোত্তি বলেন, "ওর ফিটনেসে অনেক উন্নতি হয়েছে। এ বারের বিশ্বকাপে ও গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগে ও আরও সুস্থ হয়ে ওঠার সময় পাবে। ওর যা অভিজ্ঞতা তা গোটা দলকে সাহায্য করবে।" আনচেলোত্তির কথা থেকে স্পষ্ট, নেমারকে প্রথম একাদশে রেখেই পরিকল্পনা করছেন তিনি।

১১ জুন থেকে শুরু এ বারের বিশ্বকাপ। গ্রুপ সি-তে রয়েছে ব্রাজিল। ১৪ জুন মরক্কোর বিরুদ্ধে ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ। তার পর ২০ জুন হাইতি ও ২৫ জুন স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপের বাকি দুই ম্যাচ খেলবে তারা।

বিশ্বকাপে ব্রাজিল দল:

গোলরক্ষক অ্যালিসন (লিভারপুল), এডেরসন (ফেনারবাচে), ওয়েভারটন (গ্রেমিয়ো)

ডিফেন্ডার অ্যালেক্স সান্দ্রো, দানিলো, লিয়ো পেরেরা (ফ্ল্যামেঙ্গো), ব্রেমের (জুভেন্টাস), ইবানেজ (আল আহলি), ওয়েসলি (রোমা), মারকুইনহোস (পিএসজি), গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস (আর্সেনাল), ডগলাস স্যান্টোস (জেনিত সেন্ট পিটার্সবার্গ)

মিডফিল্ডার ব্রুনো গিমারেস (নিউক্যাসল), ক্যাসেমিরো (ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড), দানিলো স্যান্টোস (বোটাফোগো), ফ্যাবিনহো (আল ইত্তিহাদ), লুকাস পাকুয়েতা (ফ্ল্যামেঙ্গো)

স্ট্রাইকার এনড্রিক (লিয়ঁ), গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি (আর্সেনাল), ইগর থিয়াগো (ব্রেন্টফোর্ড), ম্যাথিয়াস কুনহা (ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড), রাফিনহা (বার্সেলোনা), ভিনিসিয়াস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ), লুইস হেনরিকে (জেনিত সেন্ট পিটার্সবার্গ), নেমার (স্যান্টোস), রায়ান (বোর্নমাউথ)তাহলে কি সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দিকে হাঁটছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো? মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে খেলতে যাওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বসে অস্কার ব্রুজো হঠাৎই জানিয়েছিলেন, সামনের মরশুমে তিনি আর ইস্টবেঙ্গলে কোচিং করবেন না। কারণ, তাঁর কাছে পরের মরশুমের ভবিষ্যৎ কিছুই পরিষ্কার নয়। তারপর থেকে জল কিছুটা অন্য খাতে বয়েছে। এমনকী ক্লাবের তরফ থেকে কার্যকরী কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্কার ব্রুজোর পাশাপাশি ইনভেস্টর ইমামি কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়, পরের মরশুমের জন্যও তাঁকে রেখে দেওয়ার অনুরোধ করতে। পাশাপাশি লাল-হলুদ সমর্থকদের অনুরোধ ভালোবাসা তো আছেই। স্বাভাবিকভাবেই ক্লাব এবং সমর্থকদের ভালোবাসা এবং অনুরোধের পর মনের ভাবনা কিছুটা অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে অস্কারের জন্য।

সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং এফসি গোয়ার প্রস্তাবগুলি যেরকম সিরিয়াসলি ভাবতে শুরু করেছিলেন, কিছুটা সেই ভাবনার গতি শ্লথ করে দিয়েছেন অস্কার। আপাতত ঠিক করেছেন, ৩১ মে পর্যন্ত কোনও ক্লাবের সঙ্গেই আগাম চুক্তি নিয়ে কিছুই আলোচনা করবেন না। কারণ, অস্কারের ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ৩১ মে পর্যন্ত। ভবিষ্যৎ নিয়ে যা আলোচনা হবে সব জুন মাসে। ততদিনে ইস্টবেঙ্গলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু সবার আগে যেটা দরকার, তা হল বৃহস্পতিবার প্রথমবারের জন্য ইন্ডিয়ান সুপার লিগটা জেতা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ভার্চুয়ালে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু

সরকারকে আরও জনগণের কাছে আনার লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে: সাধারণ মানুষের কাছে সরাসরি এবং দ্রুত বিভিন্ন ধরনের সাহায্য, সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের সমস্যা সমাধান করার অন্যতম পদক্ষেপ হলো মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচি। আজ টি.আই.এফ.টি.-তে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬৬তম পর্বে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি ধলাই জেলার ৩৫ জনের চিকিৎসা সংক্রান্ত সহ নানা সমস্যার কথা শুনেন এবং তাৎক্ষণিক তাদের সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেন। আজ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে ভার্চুয়ালি বিভিন্ন জেলার মানুষের সমস্যার কথা শোনা এবং তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য এই নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ধলাই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি পরিবারের ৩০ জন দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার সাহায্য সহ নানা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে। রাজ্য সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জাতি, জনজাতি অংশের মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বদ্ধপরিকর।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৬৬তম পর্বে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি ধলাই জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ে এই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাহায্য প্রার্থীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা সমস্যার কথা শুনেন। তিনি সাথে সাথে ধলাই জেলার জেলাশাসক, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির জেলাস্তর ও রাজ্যস্তরের আধিকারিকদের দ্রুত সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দেন। ধলাই জেলার দূরবর্তী ডম্বুরনগর ব্লকের মাখন্তি রিয়াং তার জটিল রোগের চিকিৎসার সহায়তার আবেদন জানান।

মুখ্যমন্ত্রী তার কথা শুনে ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেন। এছাড়াও দূরবর্তী রইস্যাবাড়ি ব্লক এলাকার অত্যন্ত গরিব ঘরের ধন্যজয় ত্রিপুরা তার প্যারালাইসিস রোগের জন্য সহায়তার আবেদন জানান। তাছাড়াও ছামনু ব্লকের রাজধর ভিলেজের রবি কুমার ত্রিপুরা তার দিব্যাঙ্গ ভাতার আবেদন জানান। গঙ্গানগর ব্লক, সালেমা ব্লক, রইস্যাবাড়ি ব্লক, মনু ব্লক, ছামনু ব্লক, ডম্বুরনগর ব্লক, আমবাসা ব্লক, দুর্গাচৌমুহনি ব্লক, কমলপুর নগর পঞ্চায়েত ও আমবাসা পুরপরিষদ এলাকার অপর্ণা ঘোষ, শ্যামসুন্দর দে, নবলক্ষ্মী দেববর্মা, লেকিং ত্রিপুরা, জয়মালতি ত্রিপুরা সহ আরও ২৪ জন ভার্চুয়ালি নানা সমস্যার সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কাছে আবেদন জানান। সাহায্যগুলির মধ্যে জটিল রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য, এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিজমির জন্য সহায়তা, রেগার কাজের আবেদন, ঘর ও জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সহ বিভিন্ন ভাতার আবেদন রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দেন। গঙ্গানগর ব্লকের রমনজয় রিয়াং তার রাবার বাগান সম্পূর্ণ আগুনে পুড়ে যাওয়াতে সাহায্যের আবেদন জানান। এছাড়া দুর্গাচৌমুহনি ব্লকের কাঞ্চনবালা দাস দুর্গাচৌমুহনি ব্লক এলাকার মানুষের সুবিধার্থে একটি সি.ডি.পি.ও. কার্যালয় স্থাপনের আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাদের কথা শুনে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। দুর্গাচৌমুহনি ব্লকের মরাছড়া গ্রামের আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মেধাবী ছাত্রী আইন বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সহায়তার আবেদন জানান। সে ৯০.২ শতাংশ নম্বর নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রীটির কথা শুনে উচ্চশিক্ষার জন্য সবধরণের সহায়তার আশ্বাস দেন। ধলাই ছাড়াও সরাসরি উপস্থিত থেকে পশ্চিম জেলার দু''জন সাহায্য প্রার্থী তাদের চিকিৎসা সহ নানা সমস্যা সমাধানের আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাদের কথা শুনে সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিব সমিত রায়চৌধুরী। এছাড়াও স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, আগরতলা স্মার্টসিটি লিমিটেড-এর সি.ই.ও. জি.এস. নায়েক, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার, অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ও অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ভার্চুয়ালি পর্বে আমবাসায় জেলাশাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ. বি. এবং ধলাই জেলার বিভিন্ন দপ্তরের জেলাস্তরের আধিকারিকগণ।

খোয়াই জেলার জনগণনার কাজে ৭৫০ জন এন্যুমারেটর নিযুক্ত করা হয়েছে: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে: আসন্ন জনগণনা ২০২৭ উপলক্ষ্যে আজ খোয়াই জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলাশাসক রজতপন্থ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। তিনি জানান, সারা দেশের সাথে খোয়াই জেলাতেও ২০২৭ জনগণনা করা হচ্ছে ও গাইডলাইন অনুযায়ী গণনার কাজ বাস্তবায়ণের জন্য জেলায় মোট ৭৫০ জন এন্যুমারেটর অফিসার সহ ৮ জন চার্জ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। খোয়াই জেলায় ২টি পুর পরিষদ এবং ৬টি ব্লক রয়েছে। গণনার কাজ ২টি পর্যায়ে করা হবে, হাউজিং সেন্সাস ও পপুলেশন সেন্সাস। ডিজিট্যাল মাধ্যমে সেন্সাস এর ডাটা কালেকশন করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ণ জনগণনার উপর ভিত্তি করেই করা হয়। বর্তমানে ২০১১ সালের জনগণনার উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, খোয়াই জেলায় বর্তমানে আরওআরের হিসেবে মোট জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ৩০ হাজার। তিনি বলেন, ১৫ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই সেলফ এন্যুমারেশন, ১ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট হাউজিং সেন্সাসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সুপার ভাইজার ও এন্যুমারেটরগণ ডাটা কালেকশন করবেন। জনগণনার কাজে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, রাজ্য সেন্সাস অপারেশন এর ডেপুটি রেজিস্টার জেনারেল পিএন চৌধুরী প্রমুখ।

ত্রিপুরায় শুরু 'লঙ্গিটিউডিনাল এজিং স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' সমীক্ষা

আগরতলা, ২০ মে : ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সমগ্র দেশে শুরু হয়েছে "লঙ্গিটিউডিনাল এজিং স্টাডি ইন ইন্ডিয়া" (এলএএসআই) ওয়েভ-২ সমীক্ষা। ত্রিপুরায় এই গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ (আইআইএইচএমআর)।

ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন নির্বাচিত এলাকায় সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। এই সমীক্ষার মাধ্যমে ৪৫ বছর বা তার ঊর্ধ্বে নাগরিকদের স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

অনলাইন ওষুধ বিক্রি ও ভেজাল ওষুধের প্রতিবাদে তেলিয়ামুড়ায় ধর্মঘট, জরুরি পরিষেবায় খোলা দুটি দোকান

আগরতলা, ২০ মে : সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনলাইন মেডিসিন বিক্রয় এবং ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে সামিল হলো কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি। মঙ্গলবার ডাকা এই ধর্মঘট তেলিয়ামুড়া মহকুমাজুড়ে সর্বাত্মকভাবে সফল হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের।

তবে সাধারণ রোগীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে জরুরি পরিষেবা চালু রাখতে তেলিয়ামুড়া মহকুমার কল্যাণপুর এলাকায় একটি এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের সামনে একটি ওষুধের দোকান খোলা রাখা হয়।

সংগঠন সূত্রে জানা যায়, অনলাইন ওষুধ বিক্রির প্রসার দিন দিন বেড়ে চলায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ওষুধ ব্যবসায়ীরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি সরকারের নজরে আনা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ফের সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ডাক দেয় অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। এই ধর্মঘটের সমর্থনে তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রায় সমস্ত ওষুধের দোকান বন্ধ রেখে ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে সামিল হন।

ধর্মঘট প্রসঙ্গে কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক রঙ্গল দেব জানান, অনলাইনে ওষুধ ক্রয়ের প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে সারা দেশের ওষুধ ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি বলেন, সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমাতেও এই ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়েছে।

পরিষেবা নিয়ে কদমতলা গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, দুর্ব্যবহারের অভিযোগ গ্রাহকদের

কদমতলা, ২০ মে : গ্রাহক পরিষেবা নিয়ে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা বাজার সংলগ্ন গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। ব্যাংক কর্মীদের দুর্ব্যবহার, গাফিলতি এবং অসহযোগিতামূলক আচরণের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন গ্রাহকরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের ব্যাংকিং পরিষেবা সহজ করার লক্ষ্যেই এই শাখা চালু করা হলেও বর্তমানে সেখানে পরিষেবার মান অত্যন্ত নিম্নমুখী। প্রতিদিন বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যাংকে আসা গ্রাহকদের ঘন্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। পাশাপাশি ব্যাংক কর্মীদের একাংশের দুর্ব্যবহার ও অসহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণেও সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গ্রাহকদের দাবি, প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে চাইলেও অনেক সময় সঠিকভাবে সহযোগিতা করা হয় না। বিভিন্ন ব্যাংকিং পরিষেবা পেতে হয়রানি ও অনিয়মের অভিযোগও সামনে এসেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের একাংশ হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, দ্রুত পরিষেবার মান উন্নত না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন এবং প্রয়োজনে ব্যাংক কর্মীদের তালাবন্দি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। তবে এ বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জোর, পশ্চিম ত্রিপুরায় ৬টি হাইড্রোলিক হপার বর্জ্য সংগ্রহ যান বিতরণ

আগরতলা, ২০ মে : গ্রামীণ এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে বুধবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তার কার্যালয় প্রাঙ্গণে ৬টি চাকার হাইড্রোলিক হপার বর্জ্য সংগ্রহকারী যানবাহন বিতরণ করা হয়।

এদিন বেলবাড়ি, ডুকলি, জিরানিয়া, লেফুঙ্গা, মান্দাই এবং মোহনপুর ব্লকের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যানবাহনগুলি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলা শাসক ও সমাহর্তা, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিকরা।

জানা যায়, ৪ চাকার মিনি ট্রাক ভিত্তিক এই হাইড্রোলিক হপার বর্জ্য সংগ্রহ যানগুলি বিশেষভাবে গ্রামীণ এলাকার ছোট ও সরু রাস্তার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। এতে অত্যাধুনিক হাইড্রোলিক ডাম্পিং বা টিপিং ব্যবস্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে দ্রুত ও সহজে বর্জ্য খালাস করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি ঢাকনাযুক্ত হপার বডি থাকার ফলে দুর্গন্ধ ও পরিবেশ দূষণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।

এই যানগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভেজা ও শুকনো বর্জ্য আলাদা করে সংরক্ষণের সুবিধা, যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করে তুলবে। প্রতিটি যান প্রায় ১ থেকে ২ টন পর্যন্ত বর্জ্য বহনে সক্ষম এবং ১.৫ থেকে ৩ ঘনমিটার পর্যন্ত বর্জ্য সংরক্ষণ করতে পারে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই যানগুলি মূলত ডোর-টু-ডোর বর্জ্য সংগ্রহ, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং বাজার ও আবাসিক এলাকায় জমে থাকা বর্জ্য অপসারণের কাজে ব্যবহার করা হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গ্রামীণ এলাকায় পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা এবং সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, এই যানবাহনগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্লকগুলিতে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর হয়ে উঠবে। উল্লেখ্য, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পের আওতায় এই ধরনের হাইড্রোলিক হপার যানবাহন বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অসম্পূর্ণ ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ও সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২০ মে: কাঁঠালিয়া থেকে বিলোনিয়া পর্যন্ত মূল সড়কের পাশে অসম্পূর্ণ ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে চলা রাস্তার কাজ প্রায় শেষ হলেও, রাস্তার দুপাশে নির্ধারিত ড্রেনের বেশ কিছু অংশ এখনো অসম্পূর্ণ থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। সমস্যার সমাধানের দাবিতে কাঁঠালিয়া মূল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কিছু কিছু স্থানে ড্রেন নির্মাণ করা হলেও অধিকাংশ অংশ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে ড্রেনে জমে থাকা জল আশপাশের বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে। বর্ষাকাল ঘনিয়ে আসায় ভোগান্তি আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের পরও কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের।

এদিন অবরোধস্থলে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় বাসিন্দা অরুন হালদার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরকার উন্নয়নের জন্য কাজ আনলেও কিছু অসাধু ব্যক্তি ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের গাফিলতির কারণে সাধারণ মানুষকে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় দাবি করেন, রাস্তার কাজের বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এ বিষয়ে রাস্তার কাজের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার তাপস মজুমদার জানান, তাদের বরাদ্দ অনুযায়ীই কাজ করা হয়েছে। তবে কাজ সংক্রান্ত ওয়ার্ক অর্ডার দেখানোর বিষয়ে তিনি কোনো নথি উপস্থাপন করতে পারেননি বলে জানা গেছে। বর্তমানে এলাকাবাসীর একটাই দাবি, দ্রুত বাকি ড্রেন নির্মাণ সম্পূর্ণ করে জল জমার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হোক।

হারিয়ে যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করল বাইখোড়া থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২০ মে : সাব্রুম মহকুমার মনু থানাধীন কলাছড়া হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি স্কুটি উদ্ধার করল বাইখোড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশের তৎপরতায় খুশি স্কুটির মালিক। জানা গেছে, গত ১৪ মে কলাছড়া হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকা থেকে একটি স্কুটি রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যায়। পরে স্কুটির মালিক মনু থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরবর্তী সময়ে মঙ্গলবার রাতে বাইখোড়া থানার অন্তর্গত একটি পরিত্যক্ত স্থান থেকে স্কুটিটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বাইখোড়া থানার পুলিশ। সূত্রে জানা গেছে, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর উদ্ধার হওয়া স্কুটিটি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নেশার সঙ্গে যুক্ত কোনও দুষ্কৃতী চক্র এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটক করতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

শিশুশ্রম রোধে কড়া বার্তা শ্রম দপ্তরের, ব্যবসায়ী সংগঠনের বৈঠক

আগরতলা, ২০ মে : শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং কর্মজীবী শ্রেণির বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়ে বুধবার আগরতলার অফিস লেনস্থিত শ্রম ভবনের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ও বাজার সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদকরা।

শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন দোকানপাট ও প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রম বন্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শ্রম দপ্তরের যুগ্ম কমিশনার বিনয় বসন্ত দাস ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, কোনও দোকান বা প্রতিষ্ঠানে ১৮ বছরের নিচের শিশুদের কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

তিনি জানান, ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাজে লাগানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের ঘটনার প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের পাশাপাশি নগদ জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে।

শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, খুব শীঘ্রই রাজ্যের বিভিন্ন বাজার, দোকানপাট ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে এনফোর্সমেন্ট বাহিনী অভিযান শুরু করবে। সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের আগেই ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে সতর্ক ও সচেতন করার লক্ষ্যেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। যুগ্ম কমিশনার আশা প্রকাশ করেন, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শিশুশ্রম রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করবেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এখনও চা, মিষ্টির দোকান সহ নানা প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিক নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে।

সংকটজনক অবস্থায় গর্ভবতী মহিলার প্রাণ বাঁচাল ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল

কৈলাসহর, ২০ মে : চিকিৎসকদের দক্ষতা, স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিকতা এবং দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবার ফলে নতুন জীবন ফিরে পেলেন এক গর্ভবতী মহিলা। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ওই মহিলার সফল অস্ত্রোপচার করে মানবিকতা ও পেশাদারিত্বের অনন্য নজির গড়ল ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল।

জানা গেছে, ঊনকোটি জেলার হালাইছড়া এলাকার ৩২ বছর বয়সী এক গর্ভবতী মহিলাকে তীব্র পেটব্যথা নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে পৌঁছানোর সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তিনি মেডিক্যাল শক ও তীব্র রক্তাল্পতায় ভুগছিলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে হাসপাতালের চিকিৎসকরা দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ও ক্লিনিক্যাল রিপোর্টে ধরা পড়ে, তিনি 'রাপচার্ড একটোপিক প্রেগন্যান্সি'-তে আক্রান্ত। অর্থাৎ, গর্ভস্থ ভ্রূণটি জরায়ুর বাইরে ডানদিকের ফেলোপিয়ান টিউবে তৈরি হয়ে সেটি ফেটে যাওয়ায় পেটের ভেতরে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দ্রুত অপারেশন থিয়েটার প্রস্তুত করে। গত ১৮ মে দুপুর প্রায় ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়ার মাধ্যমে রোগীর জরুরি ভিত্তিতে 'ইমার্জেন্সি ল্যাপারোটমি' অস্ত্রোপচার করা হয়।

অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকরা দেখতে পান, রোগীর ডানদিকের ফেলোপিয়ান টিউব ফেটে গিয়েছে এবং জরায়ুর একটি অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওটি টিম দ্রুত পেটের ভেতরে জমে থাকা রক্ত বের করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। পাশাপাশি রোগীর শরীরে রক্তের ঘাটতি পূরণের জন্য অস্ত্রোপচারের সময় ১ ইউনিট রক্তও দেওয়া হয়। এই জটিল অস্ত্রোপচারে নেতৃত্ব দেন স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুজিত দাস। অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট হিসেবে ছিলেন ডাঃ অমিত পাল। এছাড়াও নার্সিং অফিসার স্মৃতি দাস, ওটি টেকনিশিয়ান সুভাষ সিনহা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। বর্তমানে রোগীকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। রোগিণীর পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

স্পেশাল এক্সিকিউটিভ নিয়োগ ঘিরে ফের প্রশ্নের মুখে সরকার, ধর্মনগর থানায় বেকার যুবক-যুবতীদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ মে : উত্তর জেলার ধর্মনগর থানায় স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বহু বেকার যুবক-যুবতী থানায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের কাগজপত্র জমা দেন। আবেদন গ্রহণ ও নথি যাচাইয়ের কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় থানার কর্মীদের।

জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের ১৩ নভেম্বর রাজ্য সরকার ৬৩৬১টি স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। সেই সময় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আবহ থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। তবে পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে হতাশায় ভুগছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার ফের স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করায় নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে। ধর্মনগর থানায়ও এদিন সেই চিত্র স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সকাল থেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে চাকরিপ্রার্থীদের নথিপত্র জমা দিতে দেখা যায়।

তবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সচেতন মহলের একাংশের দাবি, ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই কি ফের নিয়োগ প্রক্রিয়া সক্রিয় করা হয়েছে, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। ভোটের আগে বেকারদের আশ্বাস দিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা কিনা, সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে। যদিও এ বিষয়ে সরকারিভাবে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করা হয়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই আবেদন গ্রহণ ও যাচাইয়ের কাজ চলছে। অন্যদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অন্তত নিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় আশাবাদী চাকরিপ্রার্থীরা।

বন দফতরে দুর্নীতির স্তূপ, অভিযোগের কেন্দ্রে আমবাসা রেঞ্জ

আমবাসা, ২০ মে।। ত্রিপুরা বন দফতরকে ঘিরে রাজ্য জুড়ে ফের শুরু হয়েছে ব্যাপক চর্চা ও বিতর্ক। সম্প্রতি প্রাক্তন ডিএফও তথা আইএফএস অফিসার রবীন্দ্র ওয়াঘের নাম বড়সড় দুর্নীতির মামলায় উঠে আসার পর থেকেই বনদফতরের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নিয়ে নানা প্রশ্ন সামনে আসতে শুরু করেছে। দফতরের একাধিক স্তরে অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক মহলের মদতের অভিযোগ এখন প্রশাসনিক মহলেও আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে উঠে এসেছে আমবাসা রেঞ্জের এক রেঞ্জারের নাম। দীর্ঘদিন ধরেই ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ঘুরপাক খাচ্ছে বলে বন দফতরের বিভিন্ন সূত্রের দাবি। অভিযোগ, সরকারি কাজ বাস্তবে সম্পন্ন না করেই বিল পাশ, মূল্যবান সরকারি কাঠ অবৈধ ভাবে বিক্রি, এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ তছরুপের মতো গুরুতর অনিয়মের সঙ্গে তিনি জড়িত। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের পরও এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনও কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে। সূত্রের খবর, আমবাসা মহকুমা বনআধিকারিক কর্তৃক ০৭/১০/২০২৫ তারিখে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছিল, যার নথি নম্বর:১-৬(২৬২)/SDFO/Estt/Proceddings&Inq/ABS-২০১৫/১২৯৮৬৮৮। ওই প্রতিবেদনে সরকারি মূল্যবান কাঠ অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে বলে দাবি। বনদফতরের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এধরনের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর বলে বিবেচিতহয়। অতীতে অনুরূপ অভিযোগে বহু কর্মচারী চাকরি হারিয়েছেন, সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও সূত্রের খবর।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এতসব অভিযোগ ও তদন্ত-প্রতিবেদন সামনে আসার পরও সংশ্লিষ্ট রেঞ্জারের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্টে তাঁর নাম নাকি টিএফএস পদে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে বলে বনদফতরের অন্দরমহলে জোর চর্চা চলছে। এই ঘটনায় কর্মচারীদের মধ্যেও ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

বনদফতরের সদর দফতর (FHQ)- এর ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগ, উচ্চপদস্থ কিছু আধিকারিকের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা রহস্য বাড়াচ্ছে। দফতরের বিভিন্ন স্তরে গুঞ্জন, প্রভাবশালী মহলের মদত না থাকলে এত গুরুতর অভিযোগের পরও কীভাবে অভিযুক্ত রেঞ্জারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পদোন্নতির সুপারিশ করা সম্ভব হল? দফতরের এইসব কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে জনমহল থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহল পর্যন্ত ব্যাপক হাস্যরস ও তীব্র নিন্দার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকের সন্দেহ, প্রভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে ঘটনাটি রফা-দফা হয়ে যাচ্ছে। তবে এধরনের অভিযোগ মিথ্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, বলে অনেকে মনে করছেন, কারণ এই ধরনের কর্মকাণ্ড ও সংস্কৃতি নিয়ে আজকাল জনমহলে বনদফতরের ভাবমূর্তি নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে; কেউ কেউ মনে করছেন, এতে দফতরের ভাবমূর্তি লাটে উঠেছে। একাধিক মহলের দাবি, নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হলে আমবাসা রেঞ্জের আরও বড় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে পারে। অনেকের মতে, আমবাসা রেঞ্জের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা অনেক ও গভীরে বিস্তৃত দুর্নীতির শিকড় উন্মোচিত হতে পারে। সেই কারণে প্রকৃত তদন্ত হলে আরও বহু নাম প্রকাশ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছ ও জবাব দিহিমূলক প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। সরকারের সেই অবস্থানের সঙ্গে বনদফতরে ওঠা এইসব অভিযোগ সাংঘর্ষিক বলেই মনে করছে সচেতন নাগরিক মহল। তাঁদের বক্তব্য, যদি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত আধিকারিকরাই পদোন্নতি পান, তবে সাধারণ মানুষের প্রশাসনের উপর আস্থা কমে যাবে।

রাজ্যের একাংশের নাগরিকদের প্রশ্ন, "যেখানে সৎ ও স্বচ্ছ শাসনের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে যদি দুর্নীতির অভিযোগে ঘেরা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে সাধারণ মানুষ কী ভাবে ন্যায়বিচার ও সুশাসনের আশা করবে?" অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বক্তব্য জানতে সরকারি তদন্তের দিকেই এখন তাকিয়ে রাজ্যবাসী।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 21-05-2026, 01:06